পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা
১০ই মহররম ১৪০৭ হিঃ ।। ২৯শে ভাদ্র ১৩৯৩ বাংলা ।। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা ।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ | ৪০শ বর্ষ: ৯ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইউসুফ (১৩শ পারা, ৮ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'পুণ্যের বিভিন্ন পথ ও সৎ-কর্ম'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'সত্যের আহ্বান'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—১৭ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৬
* ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র—ইহার জন্য দায়ী কে ? :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৯
* সংবাদ :	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩৪
* কবিতা :	চৌধুরী আবদুল মতিন ও নুরুল ইসলাম	৩৯

আখবারে আহ্‌মদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

শোক সংবাদ ও দোওয়ার আবেদন

১। সরাইল নিবাসী মীর উছমান আলী সাহেবের স্ত্রী, সৈয়দা আমাতুর রহমান সাহেবা বিগত ১৬ই আগষ্ট '৮৬ইং, ঈদের দিনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আনুমানিক ৭৮ বৎসর ছিল। মরহুমা খুবই দীনদার ছিলেন। তিনি বাড়ীর সকল ছেলেমেয়ে ও পাড়ার গরীব ছেলেমেয়েদের কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদান করতেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও ছয় মেয়ে ও বহু নাতি-পুতি রেখে যান। তাঁর রুহের মাগফিরাতের জন্য জামাতের সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। —মীর মোহাম্মদ আলী

২। গত ২৮/৮/৮৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-০৫ মিঃ-এ কুমিল্লা জামাতের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর ভুইয়া সাহেবের মাতা দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না-লিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ১১০ বৎসর। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সমস্ত আওলাদকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দেন এবং ধৈর্যধারণ করার সমর্থ দান করেন। তিনি একজন মোখলেছ আহমদী মহিলা ছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর একছেলে ও এক মেয়ে আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতবাসী-দের অন্তর্ভুক্ত করেন ; সেজন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। খাকসার—

মুহাম্মদ আবুল হোসেন, মোতামাদ, কুঃ মঃ খোঃ আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং : ১৫ই তওবুক ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ২৯শে ভাদ্র ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউসুফ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩শ পারা ৮ম রুকু

৫৯। এবং (সেই দুর্ভিক্ষের সময়) ইউসুফের ভ্রাতাগণ (সে দেশে) আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদিগকে (দেখামাত্র) চিনিতে পারিল; কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

৬০। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্যসম্ভার দিয়া (ফেরৎ রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিল, তখন সে বলিল, তোমাদের পিতার পক্ষে তোমাদের যে এক ভাই আছে তাহাকেও পরের বার আনিও; তোমরা কি দেখিতেছ না যে আমি তোমাদিগকে মাপ পুরা দিই এবং আমি উত্তম মেহমান-নেওয়ায।

৬১। যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট না আন তাহা হইলে আমার নিকট তোমাদের জন্য মাপিয়া দিবার কিছু থাকিবে না এবং (সেই ক্ষেত্রে) তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিবে না।

৬২। তাহারা বলিল, আমরা নিশ্চয় তাহার পিতাকে তাহার সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় ইহা করিবই।

৬৩। এবং সে তাহার গোলামদিগকে বলিল, তোমরা তাহাদের পুঁজি তাহাদের (উটের) পালানে রাখিয়া দাও, যেন তাহারা যখন তাহাদের পরিজনগণের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা ইহা চিনিতে পারে; হয়তো (এই কারণে) তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

৬৪। এবং যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া গেল তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! (ভবিষ্যতে) আমাদের জন্য মাপ (সস্য) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং (এইবার) তুমি আমাদের ভাই (বিনয়ামিনকে) আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের (বরাদ্দ) মাপ লাভ করিতে পারি; এবং আমরা নিশ্চয় তাহার হিফাযত করিব।

৬৫। সে বলিল, (তোমরাই বল,) ইতিপূর্বে আমি যেমন বিশ্বাস করিয়া তাহার ভাইকে তোমাদের

নিকট সোপর্দ করিয়া (ফল পাইয়া-) ছিলাম, সেইরূপ (ফল পাওয়া) ছাড়া আমি কি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে তোমাদের নিকট সোপর্দ করিতে পারি? অতএব, (আমি তাহাকে তোমাদের কেবল এই বিশ্বাসের উপর সোপর্দ করিতেছি যে) আল্লাহই উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।

৬৬। এবং যখন তাহারা তাহাদের মালপত্র খুলিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল যে তাহাদিগকে তাহাদের পুঁজি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে তাহারা (তাহাদের পিতাকে) বলিল, হে আমাদের পিতা! ইহা অপেক্ষা বেশী আমরা আর কি চাহিতে পারি? এই দেখ আমাদের পুঁজি, ইহা আমাদিগকে (ঐ ভাবেই) ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে; অতএব আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য খোরাক আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাযত করিব এবং আমরা আরো এক উটের বোঝার সমান মাপ (সশ্য) আনিব, এই মাপ সহজ লব্ধ নেয়ামত হইবে (যাহা আমরা বিনামূল্যে পাইব)।

৬৭। সে বলিল, আমি কিছুতেই তাহাকে তোমাদের সহিত পাঠাইব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খাও যে (কোন বিপদে) পরিবেষ্টিত না হইলে তোমরা তাহাকে নিশ্চয় আমার নিকট (ফিরাইয়া) আনিবে; অতএব, যখন তাহারা তাহার নিকট পাকা কথা দিল, তখন সে বলিল, আমরা (এখন) যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ উহার নেগাবান।

৬৮। এবং সে বলিল হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) একই দরজা দিয়া সকলে একত্রে প্রবেশ করিও না বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও; বস্তুতঃ আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না; ফয়সালা করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাজ; তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি এবং সকল ভরসাকারীকে তাঁহারই উপর ভরসা করা উচিত।

৬৯। এবং যখন তাহারা সেইভাবে প্রবেশ করিল যেভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে হুকুম দিয়াছিল তখন (সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল যাহার জন্য তাহাদিগকে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু) ইহা (অর্থাৎ য়াকুবের এই তদবীর) তাহাদিগকে খোদায়ী তদবীর হইতে কোন ক্রমেই বাঁচাইতে পারিল না, কেবল ইয়াকুবের অন্তরে এক ইচ্ছা ছিল যাহা সে (এইভাবে) পূর্ণ করিল, এবং নিশ্চয় সে জ্ঞানের অধিকারী ছিল, যেহেতু আমরা তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই (এই তত্ত্ব) জানে না। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃঃ]

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হাদিস শরীফ

পুণ্যের বিভিন্ন পথ ও সৎ কর্ম

১। হযরত আবু আয়ুব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল: "আমাকে এমন কোন সহজ উপায় বলুন, যাহা আমাকে জান্নাতে (বেহেশ্‌তে) নিয়া যায়।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, আল্লাহতায়ালার ইবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। বা-জামাত নামায পড়িবে। 'যাকাত' দিবে। আত্মীয় স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করিবে।, হকদারকে হক দিবে।"

['মুসলিম, 'কিতাবুল-ঈমান; বাবু বয়ানুল-ঈমানিল্লাযি ইয়াদখুলু বিহিল-জান্নাহ; ১-১ঃ২১ পৃঃ]

৩। হযরত মায়ায রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন: আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম: আমাকে এমন কোন কাজ বলুন, যাহা জান্নাতে লইয়া যাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে।' তিনি ফরমাইলেন: 'তুমি অতি বড় ও কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। কিন্তু যদি আল্লাহতায়ালা সামর্থ দেন, তবে ইহা সহজও। তুমি আল্লাহতায়ালার ইবাদত করিবে। কাহাকেও তাঁহার শরীক করিবে না। অব্যতিক্রমে নামায পড়িবে। যাকাত দিবে। রমযানের রোজা রাখিবে। যদি পাথেয় থাকে, তবে 'বয়তুল্লাহর' (আল্লাহর গৃহের) হজ্ব করিবে'। অতঃপর তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'আমি কি তোমাকে নেকী ও মঙ্গলের দরোজাগুলি সম্বন্ধে বলিব না? শোন, রোযা গোনাহ হইতে বাঁচার ঢাল। সদকাহ গোনার আগুণকে তেমনি নিভাইয়া দেয়, যেমন পানি আগুণ নিভায়। রাত্রির মধ্যভাগে নামায পড়ায় মহা ফল দেয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন: তাতাজাফা-জুনুবহুম্ আনিল মাযাজেয়'..... ইয়ামালুন' পর্যন্ত।

['পৃথক থাকে তাহাদের পার্শ্বদেশ তাহাদের শয্যা হইতে, ডাকে তাহারের স্রষ্টা ও পালন কর্তাকে ভয়ে ও আসায় এবং আমরা যাহা দিয়াছি তাহা হইতে খরচ করে। অতঃপর জানে না, কোনো আত্মা তাহাদের চক্ষু শীতল করিবার জন্য গোপন কি রাখা হইয়াছে, পুরস্কার উহার যাহা তাহারা করে'—সূরা আল-সিজদা; ৩২ঃ ১৭-১৮—অনুবাদক]

অতঃপর, তিনি ফরমাইলেন: 'আমি কি তোমাকে সাম্যক ধর্মের মূল, কান্ড ও শিখর বলিব না? আমি আরজ করিলাম: রসূলুল্লাহ, জরুর বলুন।' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: ধর্মের মূল ইসলাম। ইহার কান্ড নামায। ইহার চূড়া জেহাদ। অতঃপর তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: আমি কি তোমাকে এই সামাক ধর্মবস্তুর সার বলিব না? আমি নিবেদন করিলাম: 'জি হাঁ, রসূলুল্লাহ অবশ্য, বলুন। তিনি (সাঃ) তাঁহার জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন: ইহাকে সংযত রাখিবে'। আমি আরজ করিলাম: আল্লাহর রসূল, আমরা যাহা বলি তাহাও কি ধরা হইবে? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'তোমার মা তোমাকে গোপন করুন। (আরবীতে এই বাক্য পেয়ার মিশ্রিত আক্ষেপ স্থলে ব্যবহৃত হয়) মানুষ তাহার কাটা ক্ষেত—মন্দ কথা, বে-মৌকা কথার ফলেই উপুড় হইয়া পতিত হইবে'।

('তিরমিযি, কিতাবুল ঈমান, 'বাবু ফি হুরমাতিস-সালাত; ২ঃ৮৬ পৃঃ)

২। হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি খোদার পথে যে নেকীতে (পুণ্যকাজে) বৈশিষ্ট লাভ করে তাহাকে ঐ নেকীর দরোজার মধ্য দিয়া জান্নাতের মধ্যে আসিতে বলা হইবে। তাহাকে ধ্বনী দ্বারা জানান হইবেঃ 'হে আল্লাহর বান্দাহ, এই দরোজা তোমার জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল। ইহারই মধ্য দিয়া ভিতরে আস। যদি সে নামায পড়ায় বৈশিষ্ট লাভ করিয়া থাকে, তবে নামাযের দরোজার মধ্য দিয়া তাহাকে আহ্বান করা হইবে। যদি জিহাদে বৈশিষ্ট অর্জন করিয়া থাকে, তবে জিহাদের দরোজা দ্বারা, যদি রোযার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে, তবে পরিতৃপ্তির দরোজার মধ্য দিয়া আহূত হইবে। যদি সদকার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে, তবে সদকার দরোজা দিয়া আহূত হইবে। হজুরের (সাঃ) এই ইরশাদ শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আল্লাহর রসুল, আমার মাতা-পিতা আপনার (সাঃ) জন্য উৎসর্গ হউন। যাহাকে এই সব দরোজার কোন একটির মধ্য দিয়া আহ্বান করা হইবে, তাহার জন্য আর কোন দরোজার আবশ্যক ত নাই। কিন্তু তবু এমনও কি কোনো খোশ-নছিব-সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হইবেন, যাঁহাকে এই সব দরোজা হইতেই আহ্বান আসে? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেনঃ হাঁ, আসা করি যে, আপনিও এই সব খোশ-নছিব-সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত।"

('বুখারী, 'কিতাবুস-সাউম, 'বাবুর্‌রাইয়ানে লিস-সায়েমীন; ১ঃ২৫৪ পৃঃ)
('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ) ৫-এর পাতার পর

রহিয়াছে। তাঁহার অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে কখনই কোনও আলো লাভ করা যাইবে না। এবং যখন আমার খোদা সেই মহিমান্বিত নবীর মর্যাদা, শান ও মাহাত্ম্য আমার উপর প্রকাশ করিলেন তখন আমি কম্পিত হইয়া গেলাম এবং আমার দেহ শিহরিয়া উঠিল। কেননা হযরত ঈসা মসীহর প্রশংসায় মানুষ যেমন সীমাতিক্রম করিয়াছে এমনকি তাহাকে খোদা বানাইয়াছে, তেমনি এই পবিত্রতম নবীর মর্যাদা মানুষ সনাক্ত করে নাই যেরূপ সনাক্ত করার হক্ ছিল এবং যে যথার্থরূপে করা উচিত। মানুষ এখনও তাঁহার কল্পনাতীত মাহাত্ম্য সম্যক জানে না। তিনিই একমাত্র নবী, যিনি তৌহীদের বীজ এমনতররূপে বপন করিয়াছেন যে, আজও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। তিনিই একমাত্র নবী, যাহার জন্য প্রত্যেক যুগে খোদাতায়ালা তাঁহার গয়রত (আত্মমর্যাদাভিমান) প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার সমর্থনে সহস্র সহস্র মা'জেযা বা অলৌকিকক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তেমনিভাবে এই জামানায়ও যেহেতু এই পবিত্র নবীর অত্যন্ত সম্মানহানি করা হইয়াছে সেজন্য খোদাতায়ালার আত্মমর্যাদাভিমান উত্তেজিত হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল যুগ অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়াছে এবং তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহাতে আমি তাঁহার নবুওতের জন্য সমগ্র জগতে সাক্ষ্যদান করি। যদি আমি বিনা প্রমাণে এই দাবী করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী, কিন্তু যদি খোদাতায়ালা তাঁহার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তেমনিভাবে আমার সত্যতার সাক্ষ্যদান করিয়া থাকেন, যেমন এই যুগে জগতের পূর্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত কোথায়ও উহার নযির নাই, তাহা হইলে ন্যায়পরায়ণতা এবং খোদা ভীরুতার আবেদন ও দাবী ইহাই যে, আমাকে আমার এই যাবতীয় শিক্ষা সহ আপনারা গ্রহণ করুন।.....

(হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ৬১৭-১৯)

অনুবাদঃ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরব্বী)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

সত্যের আহ্বান

قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ○

("তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, খোদার যদি পুত্র থাকিত তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমি তাহার উপাসক হইতাম"।—সূরা যুখরুফ : ৮২)

এই বিজ্ঞাপন পাদ্রী সাহেবানের সমীপে অতীব বিনয়, শ্রদ্ধা ও নম্রতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে যে, হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) যদি প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালার পুত্র বা খোদা হইতেন, তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমিই তাহার উপাসনা করিতাম এবং সকল দেশে তাহার ইশ্বরত্বের প্রচার করিতাম, এবং যদিও আমি তজ্জন্য দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করিতাম, প্রহৃত ও নিহত হইতাম এবং তাঁহার পথে আমাকে খন্ড-বিখন্ডও করা হইত, তথাপি আমি এই আহ্বান ও প্রচার হইতে বিরত হইতাম না।

কিন্তু হে প্রিয়গণ! খোদা আপনাদের প্রতি সদয় হউন এবং আপনাদের চোখ খুলিয়া দিন। হযরত ঈসা (আঃ) খোদা নহেন, তিনি তো মাত্র একজন নবী, এক বিন্দুও তাহা হইতে অধিক কিছু নহেন। খোদার সপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহার (হযরত ঈসা) প্রতি এরূপ সত্যিকার প্রেম ও মহব্বত পোষণ করি যাহা আপনারা করেন না, এবং সেই আলোকের দ্বারা তাঁহাকে চিনি ও সনাক্ত করি, আপনারা যদ্দ্বারা আদৌ সনাক্ত করেন না। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি খোদাতায়ালার একজন প্রিয় এবং মনোনীত নবী ছিলেন এবং সেই সকল ব্যক্তির অন্তর্গত ছিলেন যাঁহাদের উপর বিশেষ কৃপা বর্ষিত হয় এবং যাহাদিগকে খোদার হস্ত দ্বারা পবিত্র করা হয়, কিন্তু তিনি খোদা ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না। আমি এই সকল কথা নিজ পক্ষ হইতে বলিতেছি না বরং সেই খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমার নিকট প্রত্যক্ষ-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে এই শেষ যুগের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ হিসাবে নিরূপিত করিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সত্য ইহাই যে, মরীয়ম পুত্র যীশু খোদাও ছিলেন না, খোদার পুত্রও ছিলেন না।

তিনি আমাকে তাঁহার পবিত্র বাণীর দ্বারা ভূষিত করিয়া ইহা জানাইয়াছেন যে, সেই মহানবী (সাঃ) যিনি পবিত্র কুরআন পেশ করিয়াছেন এবং মানবজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন তিনি সত্য নবী এবং একমাত্র তিনিই, যাহার পদতলে নাজাত বা পরিত্রাণ নিহিত

(অবশিষ্টাংশ (৪-এর পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২১শে মার্চ, ১৯৮৬ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিজয়ের অর্থ হইল প্রত্যেক সৌন্দর্য্য, প্রত্যেক পবিত্রতা এবং খোদা-তায়ালার প্রত্যেক গুণকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করা।

যাহারা বাহ্যিক আতশবাজির খেলা দেখার জন্য আকাংখা পোষণ করে, এই খেলাও তাহাদিগকে নিশ্চয়ই দেখানো হইবে এবং আহমদীয়াতের বিজয়ের বাজনা নিশ্চয়ই বাজিবে।

এই বাহ্যিক আতশবাজির মোকাবেলায় 'নফ্‌সে মোতমাইন্নাহ্' (প্রশান্ত আত্মা)-এর বিজয়ের বাজনা অধিক জয়যুক্ত ও শক্তিশালী হইয়া থাকে।

খোদা করুন, এই সকল মহান পুরস্কার যাহা ইহলোকের সহিতও সম্বন্ধ রাখে এবং পরলোকের সহিতও সম্বন্ধ রাখে এই সকল পুরস্কার যেন এই পরীক্ষার যুগে আমাদের ভাগ্যে জুটিয়া যায়।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) কোরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন :—

قل لا يستوى الخبيث و الطيب و لو اعجبك كثرة الخبيث ج
فاتقوا الله يا ولى الالباب لعلكم تفلحون ٥

(সুরা মায়েদা-আয়াত ১০১)

(অর্থ:—"তুমি বলিয়া দাও, মন্দ (বস্তু) হিতকর (বস্তু) এর সমান হইতে পারে না, তোমরা মন্দ বস্তুর আধিক্য যতই পছন্দ করনা কেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানরা! আল্লাহর তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি) অবলম্বন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার)"।

ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ط وان تصبروا
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ط ان الله بما يعملون محيط ٥

(সূরা আল-ইমরান-আয়াত ১২১)।

(অর্থ :—"যদি তোমরা কোন সফলতা লাভ কর, তাহা হইলে তাহাদের খারাপ লাগে। এবং যদি তোমাদের কোন কষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা উহাতে খুশী হয়। এবং যদি তোমরা সবর কর, এবং তাকওয়া (খোদা-ভীতি) অবলম্বন কর, তাহা হইলে তাহাদের (বিরুদ্ধবাদীদের) চাল তোমাদের কোন(ই) ক্ষতি করিবে না এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ অনিবার্যভাবে উহা নির্মূল করিয়া দিবেন")।

يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم
سيئاتكم ويغفر لكم ط والله ذو الفضل العظيم ٥

(সূরা আনফাল-আয়াত ৩০)

(অর্থ :—"হে মোমেনরা। যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য একটি বড় পার্থক্যকারী উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের দুর্বলতাসমূহ দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ বড় ফজলকারী।")

অতঃপর হুজুর আবদাস (আইঃ) বলেন :—

জামাত এই যুগে এক আজীমুশশান পরীক্ষার যুগের মধ্যদিয়া অতিক্রম করিতেছে। আমি ইহাকে প্রকৃতপক্ষেই 'আজীমুশশান' বলিতেছি এবং ভুল করিয়া বলিতেছি না। সম্ভবতঃ কাহারো কাহারো নিকট 'আজীমুশশান' এর পরিবর্তে ইহার সম্বন্ধে 'বেদনাদায়ক যুগ' শব্দটি প্রয়োগ করা অধিক সমিচিন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যখন আমরা কোরআন করীমের প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখিতে পাই যে, মোমেনদের উপর যত বড় পরীক্ষা আসে, ততই অধিক তাহারা আজীমুশশান হইতে থাকে, যদিও ইহার সহিত অগণিত বেদনার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত, এই সকল বেদনার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, যেমন কিনা মা প্রসবকালীন বেদনার মধ্য দিয়া অতিক্রম করেন। কিন্তু প্রসবকালীন বেদনাতো স্বল্পকালীন বেদনা হইয়া থাকে এবং অতীতের গর্ভে থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি তাহাকে সুভাগ্যশালী পুত্র দান করা হয়, তাহা হইলে তাহার সৌভাগ্য চিরকালের জন্য ভবিষ্যতে সম্মুখে চলিতে থাকে। এই সৌভাগ্য তাহার পুত্রের জীবনের সহিতই শেষ হইয়া যায় না। বরং এই সৌভাগ্যকে কোন কোন সময় খোদা পৌত্রের মাধ্যমে দীর্ঘায়িত করিয়া থাকেন এবং পৌত্রের সৌভাগ্যকে সম্মুখে অগ্রসর করাইতে থাকেন। অতএব, মোমেনের জীবনের পরীক্ষাও এইরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী হয় যে, যদিও দুঃখ-কষ্টের একটি যুগের মধ্য দিয়া মোমেনকে অনিবার্যভাবে অতিক্রম করিতে হয়, তথাপি এই যুগ খুবই আজীমুশশান যুগ হইয়া থাকে। কেননা, মোমেন অশেষ আজীমুশশান সৌভাগ্য এবং বরকত পশ্চাতে ছাড়িয়া যায়।

এই যুগে বেদনার বিভিন্ন তরঙ্গ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, বিগত কিছুদিন পূর্বে আমাদের খুবই প্রিয় ভাইদের বিরুদ্ধে বেদনাদায়ক শাস্তি ঘোষনা করা হইয়াছে। অতএব বেদনার সকল তরঙ্গকে ছড়াইয়া এই বেদনার তরঙ্গ জামাতের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং এত বিপুল পরিমাণে সারা বিশ্ব হইতে বেদনা প্রকাশ করা হইতেছে যে, সম্ভবতঃ এই সমগ্র যুগেও কয়েকজন লোকের জন্য, কয়েকজন ভাইয়ের দুঃখের জন্য, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের হৃদয় ব্যথিত হয় নাই এবং যখন আমি "সম্ভবতঃ" বলি, তখন আমি ইহা বলিতে চাই যে, এইরূপ ঘটনা মনে হয় কখনো ঘটে নাই। প্রায় এক কোটির মত মানুষের হৃদয় কয়েকজনের দুঃখে এতখানি অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে যে, "মনে হয়" নয়, আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিতে পারি যে, আহমদীয়া জামাত ব্যতীত আজ এই যুগে ইহার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বেদনাও একটি শক্তি এবং এই শক্তিকে আপনারা যেভাবে চাহেন সেইভাবে কাজে লাগাইতে পারেন, যে ধরনের ধ্যান-ধারনা চাহেন, এই শক্তি হইতে আপনারা উহা আহরণ করিতে পারেন এবং যে ধরনের আমল সৃষ্টি করিতে চাহেন, এই শক্তির ফলশ্রুতিতে আপনারা ইহাও সৃষ্টি করিতে পারেন অতএব, বিভিন্ন হৃদয় ও মস্তিষ্কের নায় অনুযায়ী আজ যখন কিনা বেদনা উছলাইয়া পড়িতেছে, তখন ধ্যান-ধারনাও বিভিন্ন রকমের সৃষ্টি হইতেছে এবং উহাদের ফলশ্রুতিতে আমলও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশিত হইতেছে

একটি প্রবণতা এই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিপুল সংখ্যক আহমদীর হৃদয়ে এই ধারনা সৃষ্টি হইতেছে যে আমরা কবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিব এবং কবে আমাদের সংখ্যাগত বিজয় আসিবে। ইহা সত্য যে, খোদাতায়ালা ইলাহি জামাতের সহিত সংখ্যাগত বিজয়েরও ওয়াদা করেন এবং তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সৌভাগ্যও দান করেন। কিন্তু যখন আমরা কোরআন করীমের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন দেখিতে পাই যে, খোদার নিকট সংখ্যার কোন মূল্য নাই। সংখ্যার পরিবর্তে খোদার নিকট গুণের মূল্য আছে এবং গুণের মূল্যের অবস্থা এই যে, কোন কোন সময় কয়েকজনের খাতিরে, কোন কোন সময় একজনের খাতিরে সমগ্র বিশ্বকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। অতএব, খোদাতায়ালার নিকট যে মূল্য নির্ধারিত রহিয়াছে, উহার প্রেক্ষিতে কোন লোকসানের সওদাই হইবে না। খোদার মূল্যায়নের মাপকাঠির দিক হইতে এই ফয়সালা সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও সমীচিন হইবে।

অতএব, উপরোক্ত তিনটি আয়াত যেগুলি তাকওয়ার বিষয়বস্তুর সহিত সম্পৃক্ত, ঐগুলি আমি পৃথক পৃথক সুরা হইতে আহরণ করিয়া আজ আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়াছি। এই আয়াতগুলিতে এই বিষয়বস্তুটিই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এমতাবস্থায় আমাদের কি করা উচিত, আমাদের চিন্তা-ভাবনায় কি ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী এখতেয়ার করা উচিত এবং আমাদের আমলকে কোন্ ছাঁচে ঢালা উচিত—এই সকল বিষয় কোরআন করীমের এই তিনটি আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম আয়াতে খোদাতায়ালা বলেন,

قل যে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তুমি এই ঘোষণা করিয়া দাও যে لا يستوي الخبيث والطيب 'খবিস' অর্থাৎ নোংরা ও অপবিত্র কখনো 'তইয়্যাব' অর্থাৎ পবিত্রের সমান হইতে পারে না এবং তাহার সম-মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইতে পারে না এবং কোন দিক হইতেই তাহার সমান হওয়ার দাবী করিতে পারে না, ولو اعجبك كثرة الخبيث যদিও হে সম্বোধিত ব্যক্তি। তোমার নিকট খবিসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিতে উত্তম মনে হয়। তুমি ইহা এজন্য পছন্দ করিবে যে, খবিসদের সংখ্যাতো অধিক। আল্লাহতায়ালা বলেন, তাহার এই কথাও ঠিক নহে এবং সংখ্যার দিক হইতেও খবিসদের যে গরিষ্ঠতা রহিয়াছে উহার সৌন্দর্য্যের কোন দিকই নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তাহারা কতিপয় তইয়াবের মোকাবেলায় কোন মর্যাদা রাখে না। فاتقوا الله يا ولي الالباب لعلكم تفلحون (অর্থাৎ :—অতএব হে বুদ্ধিমানরা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পারে।) অতএব, নিজেদের মর্য্যাদা ও মূল্য বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ কর, এবং আল্লাহর তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি কর। কেননা, ইহাই খোদার দৃষ্টিতে মূল্য রাখে। তাকওয়াই খোদার দৃষ্টিতে প্রিয়। তাকওয়ার মোকাবেলায় অন্যান্য সকল বস্তু খোদার দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও নগণ্য, لعلكم تفلحون যাহাতে তোমরা সফলকাম হও এবং নাজাত-প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হও। অতএব ঐ সমস্ত লোক, ঐ সমস্ত আহমদী বন্ধু, বিশেষতঃ যাহাদের হৃদয়ে বার বার এই আক্ষেপ সৃষ্টি হইতেছে যে, হায়, শীঘ্রই আমরা কেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করি না, তাহাদের প্রতি আমার পয়গাম এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্তে নিজেদের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করার প্রতি মনোনিবেশ করুন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহা সম্বন্ধেও কোরআন করীমে ওয়াদা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠতার অর্থে নয়, বরং এই ওয়াদা তাকওয়া-পরায়ন ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোরআন করীমে যেখানে অন্যদের উপর বিজয়ের ওয়াদার কথা বলা হইয়াছে সেখানে বলা হইয়াছে, ليظهره على الدين كله তিনি (আল্লাহ) তাঁহাকে জয়যুক্ত করিবেন অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জয়যুক্ত করিবেন এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিজয়ের অর্থ কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়। যখন বলা হয় যে, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করিবেন, তখন ইহার অর্থ এই যে, সকল সৌন্দর্য্যকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করিবেন, সকল গুণকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করিবেন, সকল পবিত্রতাকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করিবেন এবং খোদার সকল গুণকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করিবেন। অতএব, বাহ্যিকভাবে মানুষ ইহার এই অর্থই করে যে, ইসলামের (শুধু নামধারীদের) সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওয়াদা করা হইয়াছে। ইহা কখনো নয়। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে এবং এই বিজয় (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) সৌন্দর্য্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

অতএব, যদি এইভাবে আহমদীয়াত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে নূরে-মোস্তফা (অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জ্যোতি) বিস্তৃত হইবে, তাহা হইলে এই আকাঙ্খা একটি পবিত্র আকাঙ্খা হইবে এবং এই আকাংখা নিশ্চিতরূপে কোরআন করীম অনুযায়ী হইবে। কিন্তু যদি মোকাবেলা করার আবেগে এবং যদি একে অন্যের উপর বাজি মাত করার বাসনায় আপনারা কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া পড়েন, তাহা হইলে ইহা কোন উত্তম সওদা হইবে না। তাহা হইলে আপনারা এই পরীক্ষায় প্রকৃত মূল্য উসুল করিলেন না। অতএব নিজেদের মনোযোগ মূল্য এবং সম্মানের প্রতি কেন্দ্রীভূত করুন এবং এই ফয়সালা করুন যে, প্রত্যেকটি কোরবানীর পরে খোদার নিকট হইতে সব চাইতে অধিক মূল্য উসুল করিবেন।

অন্য যে কথাটি বর্ণনা করা হইয়াছে, إن تمسسكم حسنة تسؤهم যদি তোমরা কোন উত্তম কিছু লাভ কর তাহা হইলে উহার দরুন তোমাদের দুশমনদের খুবই খারাপ লাগে এবং তাহারা খুব কষ্ট অনুভব করে। وإن تصبكم سيئة, যদি তোমাদের কোন প্রকারের কষ্ট হয়, يفرحوا بها তাহা হইলে তাহারা খুব উৎফুল্ল হয়। وإن تصبروا وتتقوا যদি তোমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিতে চাও তাহা হইলে تصبروا সবর কর, وتتقوا এবং তাকওয়া অবলম্বন কর। মোমেনের নিকট এই দুইটি হাতিয়ার রহিয়াছে, যাহার মাধ্যমে সে অন্যের অনিষ্ট হইতে বাঁচিতে পারে। অতঃপর খোদা এই ওয়াদা করেন যে, لا يضركم كيدهم شيئا তাহাদের কোন ষড়যন্ত্র, তাহাদের কোন পরিকল্পনা কখনো তোমাদেরকোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। إن الله بما يعملون محيط বলা হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তোমরাতো দুর্বল, তোমরাতো অক্ষম, তোমাদের মধ্যে এই শক্তি কোথায় আছে যে, তোমরা নিজেদের দুশমনদের মোকাবেলায় তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিতে পার? তোমরা তাহাদের উপর কিভাবে বিজয়ী হইতে পার? তোমাদের মধ্যে আত্ম-রক্ষার শক্তিও নাই। এতদসত্বেও খোদাতায়ালা তোমাদিগকে দুইটি এইরূপ হাতিয়ার দান করিয়াছেন যে, যদি তোমরা এইগুলিকে আকড়াইয়া ধর তাহা হইলে তোমরা কেবলমাত্র তাহাদের অনিষ্ট হইতেই বাঁচিবে না, বরং খোদা এই ওয়াদা করেন যে, তিনি তাহাদের সকল তদবীরকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তাহারা তোমাদের একবিন্দু পরিমাণও ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। إن الله بما يعملون محيط (অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন)—ইহার মধ্যে এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে যে খোদা এই ব্যাপারে শক্তিশালী যে, তিনি এইরূপ করিতে পারেন। প্রমাণ হইল এই যে إن الله بما يعملون محيط (আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন)।

পৃথিবীতে দুইভাবে অনিষ্ট হইতে বাঁচার তদবীর করা হইয়া থাকে। একটি হইল এই যে, কোন কোন লোক দুর্গে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার হেফাজতের প্রাচীর

তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে এবং সাধারণতঃ দুর্বলেরা যখন বাঁচিতে চায়, তখন তাহারা এইভাবেই বাঁচে। কিন্তু ইহার বিপরীতে এই তদবীর করা হয় যে, অনিষ্টকে ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং উহার চলার রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ আজকালকার যুগে Quarantine এর যে ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হইয়াছে, উহাই বর্তমানে গ্রহণ করা হইতেছে। বিজয়ী জাতিরা এবং বিচক্ষণ জাতিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, মন্দ ও অনিষ্টকারী জিনিসকে ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ কর। এখন যেহেতু বিজয় লাভ করিয়াছ এবং শক্তি অর্জন করিয়াছ, অতএব, মন্দ ও অনিষ্টকারী জিনিষ সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার পূর্বেই এবং তোমাদিগকে পরাস্ত করার আশংকা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই মন্দ ও অনিষ্টকারী জিনিষকে ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ কর। বস্তুতঃ এই তদবীর খুবই ফলপ্রসূ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইহার চাইতে উত্তম এবং ইহার চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রসূ আর কোন তদবীর নাই। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা এই শেষোক্ত তদবীরের কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ-তায়ালা বলেন, তোমাদিগকে তাহারা ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারে না। আমি তাহাদিগকে ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমি তাহাদের প্রত্যেকটি কাজকে ঘেরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের একটি কাজও আমার তকদীরের আওতার বাহিরে নয়। তাহা হইলে কিভাবে তাহারা এই অনুমতি লাভ করিবে যে, খোদার তকদীরের সীমানা টপকাইয়া উহা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করিবে? حصب এর একটি অর্থ হইল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া এবং টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া। অতএব, ইহার অন্য অর্থ হইল এই যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের সকল তদবীরকে কেবলমাত্র ঘেরার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বরং তিনি তাহাদের সকল তদবীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের সকল তদবীরকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। এতএব, এই পরীক্ষার যুগে আপনাদের আকাংখা সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, কোরআন করীম আপনাদের আকাংখাকেও সঠিক করে এবং আপনাদের কেবলা (লক্ষ্য)-কেও সঠিক করে এবং বলিতেছে যে, সংখ্যা-গরিষ্ঠতার আকাংখা করিও না, (বরং) এই আকাংখা কর যে, নেকী জয়যুক্ত হউক এবং তাকওয়া জয়যুক্ত হউক এবং পবিত্রতা জয়যুক্ত হউক এবং (এরূপে) সমগ্র বিশ্বে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিজয় হউক।

দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে, বিশেষতঃ এইরূপ যুগে যখন কিনা দুষ্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াইতো তাহারা আস্ফালন করে এবং বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, তখন দুষ্টদের অনিষ্ট হইতে বাঁচার পন্থা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। অতঃপর তাহাদের অনিষ্ট তোমাদের নাগাল পাইবে না। বরং খোদাতায়ালা তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের মোকাবেলা করিবেন এবং তাহাদের সকল তদবীরকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। অতঃপর অন্য এক জায়গায় এই বিষয়বস্তুটিকে আরো বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে:—

يا يها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم
سيئاتكم و يغفر لكم ط والله ذو الفضل العظيم

(অর্থাৎ:—হে মোমেনরা! যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য একটি বড় পার্থক্যকারী উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের দুর্বলতা সমূহ দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ বড় ফজলকারী')। এইখানে কোন কোন কুধারনার সংশোধন করা হইয়াছে। এইখানে মোমেনদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করার মধ্যেই তাহাদের কৃতকার্যতা নিহিত রহিয়াছে। দুষ্টদের কোন গুরুত্বই নাই। পবিত্ররাই খোদার দৃষ্টিতে গুরুত্ব রাখে। এইজন্য তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রতি মনোনিবেশ কর। অতএব, স্বাভাবিকভাবে মানবীয় দুর্বলতার ফলশ্রুতিতে হৃদয় হইতে এই আওয়াজ উঠে যে, আমাদের হৃদয়ের তাকওয়া বাহিরে মানুষ কিভাবে দেখিতে পারে? দুশমনেরা কিভাবে জানিতে পারিবে যে, আমাদের হৃদয় এই যুগে কি কি শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং কি কি উপার্জন করিয়াছে? তাহারা তো ঠাট্টা ও বিদ্রুপের সহিত হাসিতে হাসিতে এবং উপহাস করিতে করিতে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং আমাদের তাকওয়া নসীব হইয়াছে—এই ধারনার বশবর্তী হইয়া আমরা নিজেদের বিজয়ের আভ্যন্তরীণ বাজনাতো বাজাইতে থাকিব। কিন্তু বাহিরে এই বাজনার কোন আওয়াজ শুনা যাইবে না। অন্যেরা নিজেদের পরাজয় সম্বন্ধে কিছুই অনুভব করিবে না। অতএব, এইরূপ মহান বিজয় হইলেও উহা স্বার্থযুক্ত ও শান্তিপ্রদ হইতে পারে না। এই ভুল ধারনার উত্তরে খোদাতায়ালা বলেন, ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا যদি তোমরা খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে একটি উল্লেখযোগ্য ও উত্তম নিশান দান করিবেন। তোমাদিগকে এইরূপ পার্থক্যকারী নিশান দান করা হইবে যে, অন্যেরা উহা দেখিবে এবং উহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া যাইবে। যেভাবে সূর্য প্রদীপ্ত হইতে থাকে, সেইভাবে তোমাদের ভাগ্যে ফোরকান (অর্থাৎ পার্থক্যকারী নিশান) লাভ হইবে। যেইভাবে কিনা কোরআন একটি 'ফোরকান' স্বরূপ নাযেল হইয়াছে এবং সর্বদা নিজের মধ্যে বিজয়ের নিশান বহন করে, তদ্রূপ খোদাতায়ালা তোমাদিগকে 'ফোরকান' দান করিবেন, পার্থক্যকারী নিশান দান করিবেন। অন্যকে জয় করার নিশান দান করিবেন এবং উল্লেখযোগ্যভাবে পার্থক্য সৃষ্টিকারী নিশান দান করিবেন অতএব, এই চিন্তা করিও না যে, তোমাদের অভ্যন্তরীন পরিবর্তনের নিশান অন্যরা দেখিবে না। খোদার তকদীর বাহিরেও নিশান প্রকাশ করিবে, তোমাদের আভ্যন্তরেও নিশান সৃষ্টি করিবে এবং দিগন্তেও নিশান প্রকাশ করিবে, যাহা সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচর হইবে।

অতঃপর ইহার অব্যবহিত পরেই আসল বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তামাশা করার জন্য খোদাতায়ালা এই আজিমুশশান পরীক্ষা জারী করেন না। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, يكفر عنكم سيئاتكم তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ ও প্রকৃত ফায়দা ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে, তোমাদের খারাপি সমূহ দূর হইতে থাকিবে, এবং খোদা তোমাদের খারাপি গুলিকে দূর করিবেন ويغفر لكم এবং তোমরা পূর্বে যে সকল পাপ করিয়াছ আল্লাহতায়ালা সেইগুলিকে উপেক্ষা করিবেন এবং ক্ষমা করিয়া দিবেন والله ذو الفضل العظيم আল্লাহতায়ালা খুবই বড় ফজলকারী। তিনি খুবই আজীমুশশান ফজলকারী। অতএব, পরীক্ষার যুগে যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে মহান ফজলকারী খোদার রহমত প্রকাশিত হয়। এই জন্য পরীক্ষার এই যুগ, যাহা মানুষকে মহান ফজলের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া দেয় এবং যাহা মানুষকে খোদার রহমত, বরকত ও সন্তুষ্টির ছায়ার নীচে নিয়া আসে, উহা অনিবার্যভাবে আজীমুশশান পরীক্ষারূপে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

তাকওয়া কি? এই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি গত জুমুয়ার পূর্বের জুমুয়ায় কিছু বলিতে শুরু করিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে, এই বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা দিব। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে আমার নিকট এইরূপ কোন কোন সংবাদ আসিল যে, সাময়িকভাবে আমাকে এই বিষয়বস্তুটি ছাড়িয়া দিতে হইল। পুনরায় আজ আমি এই বিষয়বস্তুটিকেই গ্রহণ করিতেছি এবং যেখানে ছাড়িয়া ছিলাম সেখান হইতে

শুরু করার পরিবর্তে নূতনভাবে গোড়া হইতে এই বিষয়বস্তুটি আরম্ভ করিতেছি। যে অংশ বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা পুনরায় বর্ণনা করিব না। কিন্তু ঐ বিষয়বস্তুটি অর্থাৎ ধন-সম্পদের সহিত সম্পৃক্ত কোন কোন দিকও আলোচনা করা প্রয়োজন। ইনশাল্লাহ, ইহার উপর আমি পরে আলোকপাত করিব।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকওয়ার যে সংগা দান করিয়াছেন, ঐ সংগা দেওয়ার ধরণও খুবই সুন্দর এবং উহা সাধারণ দুনিয়ার সংগা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুরুতে বাহ্যতঃ তাকওয়ার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন উহার শেষ পর্যায়ে গিয়া পৌঁছে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি বর্ণনা করিতেছেন। সহিহ্ 'মোসলেম কিতাবুল বির'এ এই হাদিস রহিয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ—

"একে অন্যের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিও না। একে অন্যের সহিত চড়া সুরে কথা বলিও না। একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিও না। একে অন্যের পিছনে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কেহ অন্যের বিক্রয়ের উপর বিক্রয় করিও না। আল্লাহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তাহার উপর জুলুম করিবে না, না তাহাকে অপদস্ত করিবে, না তাহাকে বন্ধুহীন ও অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিবে, না তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে।"

এই শিক্ষা দেওয়ার পর তিনি (সাঃ) নিজের হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া তিনবার বলেন, "তাকওয়া এইখানে। তাকওয়া এইখানে। তাকওয়া এইখানে।" তাকওয়ার উৎসমূল হইতে এই কথা বাহির হইতেছে। আমি জানি তাকওয়া কি। তাকওয়া কেবলমাত্র খোদার কল্পিত ভয়ের নাম নহে। তাকওয়া কেবলমাত্র নেকীর বড় বড় কথা বলার নাম নহে। তাকওয়া এইরূপ কোন বস্তু নহে, যাহা হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে এবং প্রকাশিত হয় না। তাকওয়া এইরূপ বস্তু, যাহা অন্যেরাও দেখিতে পায় এবং নিজেরাও দেখিতে পায়। কিন্তু অন্যদের দেখার পূর্বে নিজেদের দেখা উচিত এবং নিজেদের দৃষ্টিতেতো পড়া উচিত। ঐ তাকওয়া যাহা তোমাদের হৃদয়ে গুপ্ত রহিয়াছে এবং প্রকাশিত হইতেছে না, উহা তাকওয়া নহে। তিনি (সাঃ) বলেন, দেখ, আমার হৃদয়ে তাকওয়া রহিয়াছে, আমার হৃদয়ে তাকওয়া রহিয়াছে আমার হৃদয়ে তাকওয়া রহিয়াছে এবং ইহার ভলশ্রুতিতে এই এই আমল আমার নিকট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব, তোমরা যাহারা তাকওয়ার দাবী কর, যদি তোমরা ঐ সকল আমল হইতে রিক্ত হও তাহা হইলে তোমাদের তাকওয়ার দাবী কেবলমাত্র লোক দেখানো ব্যাপার এবং প্রতারণার ব্যাপার হইবে। ইহার চাইতে অধিক কোন মূল্য উহার নাই। একে অন্যের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিও না। একে অন্যের সহিত চড়া সুরে কথা বলিও না। একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিও না। একে অন্যের পিছনে নিন্দা করিও না। আমাদের মধ্যে কতজন রহিয়াছে, যাহারা এই শিক্ষার উপর প্রকৃতভাবে আমল করে? আমাদের মধ্যে কতজন রহিয়াছে, যাহারা বার বার হুঁচোট খাইয়া পুনরায় এই অপরাধের মধ্যেই জড়াইয়া পড়িতেছে না? আমাদের মধ্যে কতজন রহিয়াছে যাহারা এই যুগে এই কথাগুলি শিখিয়াছে? আমাদের মধ্যে কতজন রহিয়াছে, যাহারা এই রঙে তাকওয়া শিখিয়াছে যে, তাহারা নিজেদেরকে এইভাবে সংশোধন করিয়াছে, যেইভাবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকওয়ার সংগা দান করিয়াছেন? তোমাদের মধ্যে কেহ অন্যের বিক্রয়ের উপর বিক্রয় করিও না। এই কথাগুলি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন। আহমদীদের অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ যেইগুলি আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যেইগুলি দ্বারা জামাতের বিচার-বিভাগ পরিপূর্ণ, যেইগুলির অভিযোগ উমুরে আ'মা বা আমীরগণ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, এই সকল ঝগড়া-বিবাদের সম্পর্ক রহিয়াছে হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত কথাগুলির সহিত। ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে লোভ-লালসার দরুন বেচাকেনায় জুলুম করার মধ্যে এবং একে অন্যকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টার মধ্যে। যেমন কিনা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। ইহা দ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে নেকীর যে রুহ দেখিতে চাহেন, তিনি উহার মহান সংগা বলিয়া দিয়াছেন। এই সংগা ভুলিয়া গিয়া একজন সাধারণ মানুষ এই কথা বুঝিতে পারে না যে, এক ব্যক্তি বিক্রয় করিতেছে, আমি উত্তম সুযোগ লাভ করিয়াছি। অতএব, গোপনে তাহার সহিত বেশী মূল্যের কথা কেন বলিব না? কেন আমি এই বেচা কেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিনিষটি নিজের করিয়া লইব না? ইহাতে ক্ষতির কি কারণ থাকিতে পারে? সেও সওদা করিতেছে। তাহার কোন সত্ত্বাধিকার নাই। আমিও সওদা করিতেছি। আমারও কোন সত্ত্বাধিকার নাই। একজন তৃতীয় ব্যক্তি রহিয়াছে। তাহার লাভই হইবে। সে কিছু বেশী পয়সা পাইয়া যাইবে। সাধারণ দুনিয়ার তাকওয়ার মান অনুযায়ী মানুষের নফ্‌স ইহাকে এমন কোন দোষনীয় ব্যাপার বলিয়াই মনে করে না, বরং ইহাকে উত্তম ও সুন্দর বলিয়াই মনে করে যে, হাঁ ইহা খুব উত্তম.—এইরূপই কর। কিন্তু "পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও" কথাটি সম্পূর্ণ বিষয়টিকে পরিস্কার করিয়া দিয়াছে এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। দুইজন সহোদর ভাই, যাহারা একে অন্যকে ভালবাসে, তাহারা একে অন্যের নিকট নিজেদের সওদা গোপন তো করে না। তাহারা ধারণাও করিতে পারে না যে, এক ভাই অন্যের নিকট কোন সওদা করিতেছে এবং অন্য ভাই গোপনে যাইয়া তাহার চাইতে বেশী মূল্য হাঁকাইয়া তাহার সওদাকে নিজের করিয়া নিবে। যখন "ভাই ভাই" এর দৃষ্টিকোন হইতে দেখিবেন তখন ইহাকে এতই আদর্শচ্যুত ও জঘন্য কাজ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইবে যে, এক পরিবারের পরিমণ্ডলে ইহা ভাবাও যায় না।

অতএব, হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নিজের বুকে হাত রাখেন এবং নিজের হৃদয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং বলেন, "তাকওয়া এইখানে, তাকওয়া এইখানে, তাকওয়া এইখানে." তখন ইহার অর্থ এই ছিল যে আদর্শের যে রহস্য আমি তোমাদিগকে শিখাইতেছি, উহা আমার হৃদয়ের তাকওয়ার সহিত সম্পৃক্ত। উহা আমার হৃদয়ের তাকওয়ার সহিত সাদৃশ্য রাখে। পৃথিবীর ভাল মানুষদের সহিত সম্ভবতঃ তোমরা ইহার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে না। সাধারণ মানুষের মান অনুযায়ী তোমরা সম্ভবতঃ ইহা বুঝ যে, এই মান বেশী উঁচু এবং ইহা অনর্থক নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিও আমি তোমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছি, উহা নিজের হৃদয়ের তাকওয়া অনুযায়ী দিতেছি। যদি তোমরা আমার মত হইতে চাও, যদি তোমরা আমাকে ভালবাস এবং যদি তোমরা আমার গোলামীর দাবী কর, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তাকওয়া শিখ এবং অন্যের নিকট হইতে তাকওয়া শিখিও না। ঐ সকল ধর্ম যেইগুলি অতীতের কাহিনীতে পরিণত

হইয়াছে এবং ঐ সকল নবী, যাঁহারা অতীতের যুগে হারাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তাকওয়ার শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিত। এখন অনাগত যুগে তাকওয়ার শিক্ষা হইবে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত শিক্ষা এবং দুইটির মধ্যে অনিবার্যভাবে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে :—

بحسب امرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم — كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

একজন লোকের ধ্বংসের জন্য এই অপরাধ খুবই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। অন্যান্য সকল গুনাহ্ হইতে যদি সে বাঁচিয়াও থাকে, কিন্তু যদি তাহার মধ্যে এই ত্রুটি থাকে, যে সে নিজ মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখে, তাহা-হইলে বলা হইয়াছে যে তাহার ধ্বংসের জন্য ইহাই যথেষ্ট। كل المسلم على المسلم حرام মুসলমানের সব কিছু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে আত্মসাৎ করা হারাম। বলা হইয়াছে دمه وماله وعرضه তাহার রক্তও হারাম। তাহার ধন-সম্পদও হারাম। তাহার মান-ইজ্জতও হারাম। মানব সমাজে যত ঝগড়া-বিবাদ রহিয়াছে, সেগুলি এই সার কথার বাহিরে আপনারা খুঁজিয়াই পাইবেন না। সকল বিরোধের মূলে এই তিনটি কথাই রহিয়াছে—জান, মাল ও ইজ্জত। বলা হইয়াছে, এক মুসলমানের এই তিনটি বস্তু আমি অন্য মুসলমানের জন্য হারাম করিতেছি এবং যদি এইগুলি হারাম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই সোসাইটি বা সমাজ জান্নাতে পরিণত হইবে। অতঃপর মুসলমানের জন্য জাহান্নামের ধারণাই অবশিষ্ট থাকিবে না। অতএব, যদি এই ধারণা মওজুদ থাকে এবং এই সকল দুঃখ কষ্ট দেখা দিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাকওয়ার মূলে অনিবার্য্যভাবে কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়াছে এবং আপনাদের মধ্যে ঐ তাকওয়া নাই, যাহা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয় হইতে প্রস্ফুটিত হইত।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"মোত্তাকী হওয়ার জন্য ইহা জরুরী যে, স্থূল বিষয় যেমন কিনা ব্যাভিচার, চুরি, অধিকার হরণ, প্রদর্শন, আত্ম-শ্লাঘা, অবজ্ঞা, কার্পনা ইত্যাদি পরিহারের ক্ষেত্রে পরিপক্কতা অর্জন করিয়া মন্দ চরিত্র হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পর উহার মোকাবেলায় উত্তম চরিত্রের উন্নতি করিবে। মানুষের সঙ্গে সমাদর, খোশ-মেজাজ ও সহানুভূতির সহিত আচরণ করিবে। খোদাতায়ালার নিকট প্রকৃত বিশ্বস্ততা ও সত্য-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিবে। খেদমতের ময়দানে 'মোকামে মাহমুদ' (প্রশংসিত মর্য্যাদা) অন্বেষণ করিবে।"

"খেদমতের ময়দানে 'মোকামে মাহমুদ' অন্বেষণ করিবে—এই বাক্যটি বড়ই আত্মমুগ্ধকর ও প্রীতিপূর্ণ একটি বাক্য। খেদমতের ময়দানে তো মানুষ বাহ্যতঃ নীচে নামে এবং নীচে যাইয়া খেদমত করে। কিন্তু 'মোকামে মাহমুদ' হইল উহা, যাহা সব চাইতে উচ্চ মোকাম

এবং যাহা সম্বন্ধে কোরআন করীম ওয়াদা করে যে, খোদা নিজের প্রিয় বান্দাদিগকে উক্ত মোকাম দান করিয়া থাকেন। অতএব, বলা হইয়াছে যে, খেদমতের কোন কোন 'মোকামে মাহমুদ' রহিয়াছে। তোমাদের 'মোকামে মাহমুদ' নসীব হওয়া নির্ভর করে, কি ধরণে তোমরা খেদমত করিতেছ, কি ভঙ্গীতে তোমরা খেদমত করিতেছ এবং কিরূপে উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্যের সহিত তোমরা খেদমত করিতেছ। অতএব, যাহারা খেদমতের ময়দানে 'মোকামে মাহমুদ' লাভ করে না, অন্যান্য 'মোকামে মাহমুদ'-এর ধারণাই তাহাদের পরিত্যাগ করা উচিত। প্রত্যেকটি 'মোকামে মাহমুদ'-এর সহিত একটি আনুষাঙ্গিক খেদমতেরও 'মোকামে মাহমুদ রহিয়াছে। খোদার পথে চাঁদাদানকারী লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটি চাঁদা যদি পরিমাণে সমানও হয়, তথাপি ইহা জরুরী নয় যে মর্ত্তবাতেও উহার সমান হইবে। এইখানে খেদমতের ক্ষেত্রে 'মোকামে মাহমুদ' রহিয়াছে, যাহা ফরসালা করে ও পার্থক্য করিয়া দেখায়। অতএব, বলা হইয়াছে, "খেদমতের ময়দানে 'মোকামে মাহমুদ' অন্বেষণ করিবে।" এই বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা কত সত্যনিষ্ঠ ও পবিত্র হৃদয়ের কথা। মিথ্যাবাদী ব্যক্তির এইরূপ কথার নসীব হইতেই পারে না। তাহার ধারণা কখনো এই সকল কথার পদস্পর্শও করিতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"এই সকল গুণ থাকিলে মানুষকে মোত্তাকী বলা হয় এবং যে সমস্ত লোকের মধ্যে এই সকল গুণের সমাবেশ ঘটে (অর্থাৎ যদি এক একটি গুণ পৃথক পৃথক ভাবে কাহারো মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মোত্তাকী বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মধ্যে সামগ্রিকভাবে উত্তম গুণাবলীর সমাবেশ না হয়), এইরূপ লোকদের জন্যই لا خوف عليهم و لا هم يحزنون বলা হইয়াছে এবং অতঃপর তাহাদের আর কি চাহিবার আছে? আল্লাহতায়ালা এইরূপ ব্যক্তিদের বন্ধু হইয়া যান, যেমন কিনা তিনি বলেন هو يتولى الصالحين হাদিস শরীফে আসিয়াছে যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের হস্ত হইয়া যান, যাহা দ্বারা তাহারা ধরে, তাহাদের চক্ষু হইয়া যান, যাহা দ্বারা তাহারা দেখে, তাহাদের কর্ণ হইয়া যান, যাহা দ্বারা তাহারা শ্রবন করে, তাহাদের পদযুগল হইয়া যান, যাহা দ্বারা তাহারা চলাফেরা করে। অন্য এক হাদিসে রহিয়াছে যে, যে আমার ওলির (বন্ধুর) দুশমনী করে, আমি তাহাকে বলি যে আমার সহিত মোকাবেলা করার জন্য তৈয়ার হইয়া যাও। এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, যখন তাহারা খোদার ওলির উপর হামলা করে তখন খোদাতায়ালা তাহাদের উপর এইরূপ ঝাপটা দিয়া পতিত হন, যেমন কি না এক বাঘিনীর নিকট হইতে উহার বাচ্চাকে কেহ ছিনিয়া নেওয়ার সময় উহা তাহার উপর ক্রোধন্মোত্ত হইয়া ঝাপটা দিয়া পতিত হয়। মোত্তাকীর উপর দুইটি যুগ আসে। একটি হইল পরীক্ষার যুগ এবং অন্যটি হইল ক্রমোন্নতির যুগ। পরীক্ষার যুগ এই জন্য

আসে যাহাতে তোমরা নিজেদের মূল্যায়ন করিতে পার এবং নিজেদের পদ-মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত হইতে পার এবং যাহাতে ইহা প্রকাশ হইয়া যায় যে, কাহারা আল্লাহতায়ালার উপর বিশ্বস্তদের ন্যায় ঈমান আনয়ন করে। এই জন্য কখনো কখনো ভুল ধারনা ও সন্দেহ আসিয়া তাহাদিগকে অস্থিরচিত্ত করিয়া তোলে। কখনো কখনো তাহাদের মধ্যে খোদাতায়ালার অস্তিত্বের উপরই সন্দেহ ও ভুল ধারনা সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় সত্যনিষ্ঠ মোমেনের ঘাবড়ানো ও ভীত হওয়া উচিত নয়, বরং তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইবে। কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন :

عشق اول سرکش و خونی بود- تا گریزد هر که بیرونی بود

—"দেখ, প্রেমকে শুরুতে বড় বিদ্রোহী ও খুনী মনে হয়। এই জন্য এইরূপ মনে হয় যে, যাহারা প্রেমের গলির সহিত সম্পর্ক রাখে না, তাহারা এই শহরের বাসিন্দা নহে। অর্থাৎ তাহারা এই শহরে বসবাস করার যোগ্য নহে। এইরূপ পরদেশী এই সকল ব্যাপার দেখিয়া পশ্চাদপদ হইয়া যায় এবং এই গলি হইতে পলায়ন করে। অতএব, ইহা দেখিতে বিদ্রোহী এবং দেখিতে খুনী। প্রকৃতপক্ষে প্রেমতো হইল সকল স্বাদের উৎস ও কেন্দ্রস্থল।"

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম আরো বলেন :

"ঘৃন্য শয়তানের কাজ এই যে, যতক্ষণ পর্যান্ত আল্লাহতায়ালর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকার করানো না যায় এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রেসালত হইতে মুখ ফিরাইয়া দেওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যান্ত সে কুপ্ররোচনার উপর কুপ্ররোচনা দিতে থাকে। লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষ এই কুপ্ররোচনায় পড়িয়াই ধ্বংস হইতেছে এবং তাহারা বলে যে, এখনত কর, পরে দেখা যাইবে। মানুষ এই কথা জানে না যে একটি নিঃশ্বাস ফেলার পরে অন্য নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাওয়া যাইবে কিনা। এতদসত্বেও শয়তান তাহাকে অত্যান্ত সাহসী করিয়া তোলে এবং বড় বড় মিথ্যা আশ্বাস দিয়া থাকে এবং 'সবুজ বাগান দেখাইয়া' (অর্থাৎ প্ররোচিত) করিয়া থাকে। ইহা হইল শয়তানের প্রথম শিক্ষা। কিন্তু মোত্তাকী বাহাদুর হইয়া থাকে। তাহাকে সাহস ও হিম্মত দেওয়া হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা সে সকল কুপ্ররোচনার মোকাবিলা করিয়া থাকে। এইজন্য يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই দরজায় সে পরাজিত হয় না ও ক্লান্ত হয় না এবং প্রায়স্তে তাহার মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা না থাকার দরুন সে ভগ্নোৎসাহ হয় না। সে এই অনুৎসাহ ও অনাস্বাদের মধ্যেই নামাজ পড়িতে থাকে। পরিণামে তাহার সকল কুপ্ররোচনা ও কুধারনা দূর হইয়া যায়। শয়তান পরাজিত হয় এবং মোমেন কৃতকার্য্য হইয়া যায়। সার কথা, মোত্তাকীর এই সময় ক্লান্ত ও অলসতার সময় নহে। বরং এই সময়ত তাহার দাঁড়াইয়া থাকার সময় এবং কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ পৌরুষ সহকারে মোকাবেলা করার সময়।"

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম অতঃপর বলেন :—

"আল্লাহতায়ালা বলেন, من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب যে ব্যক্তি আমার ওলির মোকাবেলা করে, সে আমার সহিত মোকাবেলা করে। ইহা হাদীসে কুদসী। এখন দেখিয়া লও যে, মোত্তাকীর মহিমা কত উচ্চ এবং তাহার সম্মান কত মহান। তাহার নৈকট্য খোদার হুজুরে এইরূপ যে, তাহাকে কষ্ট দেওয়া খোদাকে কষ্ট দেওয়া। খোদা সর্ব্বোতভাবে তাহার সাহায্যকারী। মানুষ অনেক ধরণের বিপদাপদে নিপতিত হয়। কিন্তু মোত্তাকীকে রক্ষা করা হয়। বরং তাহার নিকট যে আসে তাহাকেও রক্ষা করা হয়। বিপদাপদের কোন সীমা নাই। মানুষের নিজের দেহাভ্যন্তর এত বিপদাপদে পরিপূর্ণ যে ইহার কোন ধারণা করা যায় না। কেবলমাত্র রোগ ব্যাধির কথাই যদি ধরা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহারা হাজার হাজার বিপদাপদ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা তাকওয়ার দুর্গে অবস্থিত, তাহারা ঐগুলি হইতে নিরাপদ। যাহারা উহার বাহিরে অবস্থিত তাহারা এইরূপ জঙ্গলে অবস্থান করিতেছে, যাহা হিংস্র প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ।"

অতএব, এই যুগে আপনারা সবচাইতে বড় যে 'মালে গণীমত' (যুদ্ধজয়ের দরুন প্রাপ্ত ধন-সম্পদ) লাভ করিতে পারেন এবং সব চাইতে বড় যে বিজয় লাভ করিতে পারেন, ঐ 'মালে গণীমত' হইল তাকওয়ার 'মালে গনীমত' এবং ঐ বিজয় হইল আপনাদের নিজেদের হৃদয়ের ও নফ্‌সের বিজয় এবং ইহাই ঐ আভ্যন্তরীণ বিজয়, যাহা বাহিরের বিজয়ে পরিণত হইয়া যায়। অতএব যাহারা বাহ্যতঃ খাঁটি অন্তঃকরনে নিজেদের ভাইদের দুঃখ কষ্টের জন্য ক্রন্দন করিতেছে এবং বেদনা অনুভব করিতেছে, যদি তাহারা তাহাদের খাতিরে নিজেদের অভ্যন্তরে পবিত্র পরিবর্ত্তন সৃষ্টি না করে এবং তাহাদের খাতিরে নিজেদের ঈমানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি না করে, তাহা হইলে উক্ত অশ্রুও মিথ্যা এবং উক্ত বেদনাও মিথ্যা। ইহাদের কোন মূল্যই নাই। বর্ত্তমান পরিস্থিতি হইতে দুই ধরণের ফায়দা হাসেল কর। বর্ত্তমান পরিস্থিতি হইতে যাহা কিছুই তোমাদের হাতে আসিতে পারে এবং যাহা কিছু হাসেল করা তোমাদের জন্য সম্ভব, সব কিছু হাসেল করিয়া নাও এবং এই-গুলি হইল ঐ সকল জিনিষ, যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে রাখিয়াছি। কোরআন এবং হাদিস এবং হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বানীর আলোকে ইহা খুবই আজিমুশ্‌শান ফজল, আশীসের সময়। আভ্যন্তরীন পবিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করুন। চিরস্থায়ী পরিবর্ত্তন আনয়ন করুন এবং ইহার ফলশ্রুতিতে বাহিরের বিজয়ও আপনাদের নসীব হইবে। উক্ত বিজয় কেবলমাত্র সংখ্যার দিক হইতে বিজয় হইবে না। উক্ত বিজয় মোহাম্মদী (সাঃ) প্রাধান্যের বিজয় হইবে, পবিত্র নফসের বিজয় হইবে এবং অন্য নফ্‌সের বিজয় হইবে না। যাহারা বাহ্যিক আতশবাজির খেলা দেখার জন্য আকাংখা পোষণ করে, এই খেলাও তাহাদিগকে নিশ্চয়ই দেখানো হইবে এবং আহমদীয়াতের বিজয়ের বাজনা নিশ্চয়ই বাজিবে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছি যে, এই বাহ্যিক আতশবাজীর খেলার মোকাবেলায় এবং এই বাহ্যিক বাজনার মোকাবেলায় নফ্‌সে মোতমাইন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) এর বিজয়ের বাজনা

অধিক জয়যুক্ত ও শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং নিজের মধ্যে অতি আড়ম্বর-পূর্ণ সুর ধারণ করে। যদি এই যুগ আপনাদিগকে তাকওয়ার জ্যোতি দান করে, তাহা হইলে ইহা ঐ আতশবাজি হইবে, যাহার মোকাবেলায় আর কোন আতশবাজি নাই।

আপনাদের হৃদয়ে জ্যোতির ধারা প্রবাহিত হউক। আপনাদের তাকওয়ার ঐ আতশবাজি প্রজ্বলিত হউক, যাহার জ্যোতির নৃত্য আপনাদের বক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহার মধ্যে আল্লাহর প্রীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং খোদার প্রেমের সুর ধ্বনিত হইবে। এই জ্যোতি বিকাশের আকাংখা কেন করেন না? ইহার পশ্চাতে কেন ধাবিত হন না? এই বিজয়ের সুর শ্রবন করার জন্য আপনাদের কর্ণ কেন ব্যাকুল হয় না। ইহা হইল বিজয় যাহা প্রকৃত বিজয় এবং চিরস্থায়ী বিজয়। ইহা এই পৃথিবীতে আপনাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে না, বরং ইহা আপনাদের সহিত পরলোকেও যাইবে এবং আপনাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে না, বরং আপনাদের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইবে। কেননা কোরআন করীম আমাদিগকে অবহিত করিতেছে, نُورُهُم يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِم যখন তাকওয়ার জ্যোতি তাহাদিগকে দান করা হয় তখন উহা তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায় না। উহা তাহাদের অগ্রে অগ্রে দৌড়াইতে থাকে এবং আলোকিত করিয়া চলিতে থাকে। খোদা তাহাদিগকে ইহকালেও এবং পরকালেও জ্ঞানালোক দান করেন। সব কিছু তাহারা দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে। তাহারা গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খোদা করুন, এই সকল মহান পুরস্কার, যাহা এই পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক রাখে এবং পরকালের সহিতও সম্পর্ক রাখে, ঐগুলি যেন এই পরীক্ষার যুগে আমাদের নসীব হইয়া যায়। যদি এইগুলি নসীব হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের পরিনাম অনিবার্য্যভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া যাইবে। দুশমনদের হাতে কি আসিল তাহা খোদা জানেন অথবা দুশমন জানে!

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৮ই মে, ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ :—নাজির আহমদ ভূঁইয়া

"অতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।'
(কিশ্‌তি-এ-নূহ্‌)।

জুম্মার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

[১৮ই জুলাই '৮৬ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

"রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজ্জত ও আব্রুর (হেফাজত"-এর নামে পাকিস্তানে প্রণীত আইনের, শরীয়তের কষ্টি-পাথরে মূল্যায়ন ও অবস্থান সম্বন্ধে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পর্যালোচনা ঃ

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-আনয়ারম ১০৯ নং আয়াত এবং সুরা আল-আহযাবের ৫৭—৫৯ নং আয়াতসমূহ তেলা-ওয়াত করেন। আয়াতসমূহের তরজমা নিম্নরূপ ঃ

"তাহারা আল্লাহ ছাড়া যাহাদিগকে (দোওয়া ও আরাধনায়) আহ্বান করে তাহাদিগকে গালি দিও না, অন্যথায় তাহারা শত্রুতার বশবর্তী হইয়া অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহকে গালমন্দ দিবে। অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট তাহাদের আমল (কর্মকাণ্ড) সুশোভিত করিয়া দেখাইয়া থাকি। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের রবের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তখন তিনি তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।"

(আল-আনয়াম : ০৯)

"নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর তাঁহার অজস্র করুনা ও রহমত বর্ষিত করিতেছেন এবং (সেই সঙ্গে) তাঁহার ফেরেস্তারাও (নিশ্চয় তাহার জন্য দোওয়া করিয়া চলিয়াছে ; অতএব,) হে মুমেনগণ ! তোমরাও এই নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ কর এবং তাহার জন্য দোওয়া করিতে থাক এবং (অত্যন্ত জোশ ও উদ্দীপনার সহিত) তাহার জন্য শান্তি ও সালামতি যাচঞা করিতে থাক।

ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলকে কষ্ট দেয় নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে ইহকালে এবং পরকালে তাঁহার নৈকট্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন, এবং তিনি তাহাদের জন্য অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ঐ সকল লোক যাহারা মুমেন পুরুষ ও মুমেনা স্ত্রীলোকদিগকে—ইহা ব্যতিরেকেই যে তাহারা কোন দোষ বা অপরাধ করিয়াছে—কষ্ট দেয়, ঐ সকল লোক ভয়ানক মিথ্যা এবং খোলাখুলি গোনাহর বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে।" (আল-আহযাব ৫৭-৫৯)

"নামুসে-রাসুলের হেফাজত" সংক্রান্ত আইন ঃ

অতঃপর হুজুর বলেন, আমল বা কর্মগত সৌন্দর্য ও বিমলতার ভিত্তি ভাল ভাল এরাদা এবং ভাল ভাল দাবী আওড়ানোর উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এরূপ নেক নিয়তের উপরে নির্ভরশীল, যা কিনা সুনির্মল আমল ও কর্মধারায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেক সময় মানুষ ভাল ভাল দাবীকেই তার নাজাত বা পরিত্রাণের উপায় ও মাধ্যম মনে করে লয় এবং ভাল ভাল দাবীকে (মানুষের নিকট) সে তার কর্মকাণ্ডকে সুন্দর বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে, একটি উপায় হিসাবে অবলম্বন করে। এই দৃষ্টিকোন থেকে যখন আমরা মানুষের আমল বা কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষণ করি, তখন অনেক সময়ই দেখা যায় যে, খুব বড় বড় নেক দাবী নেক আমলের প্রতিফলন ঘটাবার পরিবর্তে বরং এমন সব কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়, যে সব কার্যকলাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সেজন্য নিছক দাবী অর্থহীন ও অন্তঃসার শুন্য। আসল সত্য ও সারবস্তু ঐ নিয়তের মধ্যেই নিহিত, যা মানুষের আমল বা কর্মধারার পিছনে সক্রিয় হয়ে থাকে।

হুজুর বলেন, আজকাল পাকিস্তানে এই ধরনেরই একটি ভাল ও নেক দাবী উচ্চারণ করা হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও এশ্‌কের চিত্তাকর্ষক নামের ভিত্তিতে এবং ঐ দাবীর ফলশ্রুতিতে সেই দেশে একটি আইনও পাশ করা হয়েছে। সেটি হলো "নামুসে-রাসুলের হেফাজত"-এর কানুন। বলা হয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের এতই প্রেম ও ভালবাসা রয়েছে যে, তাঁর কোন প্রকারের অবমাননা আমরা বরদাস্ত করিতে পারি না। সেজন্য যে ব্যক্তিই এইরূপ অবমাননাকারী বলে সাব্যস্ত হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে অথবা ন্যূনকল্পে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া যাবে।

একক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কেন আইন নয়?

হুজুর (আইঃ) উক্ত দাবীর শরীয়তগত মূল্যায়ন ও অবস্থানের উপর আলোকপাত করে বলেন যে, কুরআন করীমের শিক্ষা সুস্পষ্ট। তা হলো এই যে, সর্বাগ্রে আল্লাহতায়ালার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, অলীক ও মিথ্যা খোদাদেরকেও গালি দিও না, যেগুলি কিনা কল্পিত ও ঘৃণ্য বস্তু। এর কারণ হিসাবে আল্লাহর মহব্বতকেই নিরূপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কারো অন্তরে যদি আল্লাহর ভালবাসা থাকে তাহলে তাঁর প্রতি ভালবাসার খাতিরে সে যেন গায়রুল্লাহ (অর্থাৎ মিথ্যা মাবুদদেরকেও) গালি না দেয়, কেননা গায়রুল্লাহকে গালি দিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এবং গায়রুল্লাহ (তাহাদের ভক্তরা) উহার বিনিময়ে তার প্রিয় ও সম্মানিত প্রভুকে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করবে।

হুজুর বলেন, যে জিনিষটি অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিকেই অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা হচ্ছে। রসুলের ইজ্জত খোদাতায়ালার মাধ্যমতিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রসুলের সত্তা তো খোদাতায়ালার মহব্বতের ফলশ্রুতিতে রূপায়িত হয়। যদি খোদার মহব্বত না থাকে এবং

তাঁকে যদি কোন সম্মান ও মর্যাদা না দেয়া হয় তাহলে রেসালতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অতএব, কুরআন করীম যেখানে সম্মান-সম্ভ্রমের কথা উল্লেখ করেছে এবং উহার খাতিরে মনে আঘাত বা কষ্ট দেয়া থেকে বারন করেছে, সেখানে আল্লাহতায়ালার সত্তাকে চিহ্নিত করেছে যিনি কিনা সবকিছুর ভিত্তি এবং প্রত্যেক (প্রকার) নূরের উৎস। তাঁর থেকেই প্রতিটি সত্য প্রস্ফুটিত হয় এবং তাঁর মাধ্যমের সকল ইজ্জত ও সম্ভ্রমের উদ্ভব ঘটে ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুজুর বলেন, (পাকিস্তানের) ঐ কানুনটি আমার নিকট অদ্ভুদ বলে ঠেকেছে—এজন্য যে, রসুলের সম্মান ও সম্ভ্রমের কথা তো বলা হচ্ছে, কিন্তু সেই রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁর সারাটা জীবন ও সমস্ত সত্তা আল্লাহতায়ালার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতেই নিবেদিত ছিল, তাঁর সেই প্রিয় ও প্রেমাস্পদ (খোদাতায়ালা)-এর কোন উল্লেখই নাই। সেই প্রভু ও মওলা, একক ও ওয়াহেদ খোদার ইজ্জত ও সম্মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোন কানুন নাই!

'নামুসে-রসুলের হেফাজতের জন্য সকল ধর্মের প্রবর্তক ও প্রধানদের সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা জরুরী:

হুজুর বলেন, উক্ত কানুন পাশ করতে গিয়ে উল্লিখিত আয়াত থেকে এই হিকমত ও প্রজ্ঞার কথাটিও তারা শিখলো না যে, কুরআনী নীতিমালার আলোকে যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে ভালবেসে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কামনা কর, তাহলে ব্যাপারটি এইভাবে শুরু কর যে, বর্তমান জগতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মোকাবিলায়—ইসলাম ব্যতীত যতগুলি ভিন্ন ধর্ম রয়েছে—সেগুলির সত্যাসত্যের কথাতো দূরে যাক—যেগুলিকে তোমরা নিজেরা মিথ্যা বলে মনে কর, সে সকল ধর্মের প্রবর্তক ও প্রধানদেরও সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দাও; তাদের সম্মান-সম্ভ্রম (হেফাজত) সম্পর্কে কানুন পাশ কর, এই কথার ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে, হযরতে আকদাস মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তোমরা সত্যিকার ভাবে ভালবাস এবং তোমরা এটা বরদাস্ত করতে পার না যে, পাছে কেউ কোন ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রধানের সম্মানে আঘাত দেয়ার ফলশ্রুতিতে (তাঁর ধর্মাবলম্বীরা) হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)-এর অমর্যাদা ও অবমাননায় প্ররোচিত হয়। হুজুর বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাদের মহব্বতের দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে কুরআন করীমের নীতি অনুযায়ী প্রথমে এই কানুন পাশ হওয়া উচিত যে, এই দেশে আমরা কোন ধর্মনেতারই অসম্মান ও অমর্যাদা করার অনুমতি দিব না, সে ধর্ম-নেতা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। কেননা এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা আছে যে, আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে (ভিন্নধর্মাবলম্বীদের) ভাবাবেগ উত্তেজিত হয়ে পড়বে এবং তাদের মুখ দিয়ে কোন মর্যাদাহানিকর কথা বের হতে পারে।

রসুল (সাঃ)-এর অমর্যাদাকারীদের শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহতায়ালার ঃ

হুজুর বলেন, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানের অমর্যাদা করার ব্যাপার, সে প্রসঙ্গে কুরআন করীমে বিপুল ভাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঐ সকল আয়াত পাঠে এ আশ্চর্যকর কথাটি সামনে আসে যে, পবিত্র কুরআনের কোন একটি স্থানেও মানুষকে এই এখতিয়ার বা ক্ষমতা দান করা হয় নাই যে, ঐ সকল অমর্যাদাকারীদেরকে ইহজগতেই শাস্তি দেয়া হোক। (হযরত নবী করীম সাঃ ও মুমেনদের) অবমাননা ও অমর্যাদা এবং কঠোর মনঃকষ্ট দেয়ার বিষয় পবিত্র কুরআনে, বহু উল্লেখ আছে কিন্তু কোন একটি স্থলেও আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে এই এখতিয়ার বা অধিকার দান করেন নাই যে, তাঁর প্রিয় বান্দাদের অমর্যাদা ও অবমাননার ফলশ্রুতিতে তারা অবমাননাকারীদেরকে শাস্তি দিবে। বরং এই শাস্তিদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের জিম্মায় তুলে নিয়েছেন। নিজেই উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এই দুনিয়াতে আমিই তাদেরকে লাঞ্ছিত করবো এবং আখেরাতেও। তারপর হুজুর (আইঃ) কুরআনী আয়াতের আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অবমাননা ও অভিযোগকারীগণ জীবিতাবস্থায় মওজুদ ছিল এবং খোদাতায়ালা তাদেরকে চিহ্নিতও করে দিয়েছিলেন যে, এরা হলো রসুল (সাঃ)-এর অমর্যাদা অবমাননাকারী। কিন্তু তা সত্বেও তাদের জন্য দুনিয়ার কোন এরূপ শাস্তি আল্লাহতায়ালা নির্ধারণ করেন নাই, যা প্রয়োগ করার ক্ষমতা মনুষের রয়েছে। হুজুর বলেন, এরূপ হতভাগ্যরাও ছিল, যারা হুজুর পাক (সাঃ)-এর শানে সর্বদা অপমানজনক ও অমর্যাদাকর উক্তি করতো, কিন্তু খোদাতায়ালা ইহা বলেন নাই যে, উঠ! এবং এদেরকে কতল করে দাও, আজীবন কারাদণ্ড দাও, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত কর, তাদের বাড়ী ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও। বরং আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে, তাদের জন্য আখেয়াতের আযাব নির্দিষ্ট আছে। হুজুর বলেন, এ যে কুরআনী আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে সে সবগুলিতে ঈমানওয়ালাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সেখানে মুসলমান সোসাইটি বা সমাজের উল্লেখ আছে এবং তাদেরকে উপদেশ দান করা হচ্ছে যে, তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অমর্যাদা ও অবমাননা থেকে বিরত হও। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুসলমান সোসাইটিতে এরূপ মুনাফেক মওজুদ ছিল যাদের সম্বন্ধে মুসলমান সোসাইটি অবহিত ছিল যে, এরা চরিত্রহীন ও বেআদব উশৃংঙ্খল লোক এবং এদের ঈমান অন্তঃসার শূন্য। হুজুর বলেন, (পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে) এইসব কথার উল্লেখ মওজুদ রয়েছে। কিন্তু কোন একটি স্থানেও (আল্লাহ ও তাঁর রসুল) এ কথা বলেন নাই যে, তাদেরকে কতল ও নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নাও, তাদেরকে জীবিত থাকার কোন অধিকার দিও না। এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) মুনাফেকদের সরদার আবদুল্লাহ বিন আবি সলুলের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম বার বার সে গুসতাখী ও অবমাননা করা সত্বেও তার পুত্রকে ধৈর্য ধারণের জন্য তাকিদ করেন।

শরীয়তে হস্তক্ষেপ ও অনাধিকার চর্চাকারীগণই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জঘন্য সম্মানহানিকারী ঃ

হুজুর (অইঃ) বলেন, যদি কুরআন করীমের স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান থাকতো যে, নবীর মানহানির কারণে তাঁর জাতির জন্য মানহানিকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরিহার্য ও বাধ্যকর তাহলে কি সেই আদেশটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জ্ঞানগোচর হয় নাই? আজ চোদ্দশ' বছর পর পাকিস্তানের মোল্লারাই সেটি জ্ঞাত হলো!! অর্থাৎ শরীয়ত দানকারী (আল্লাহতায়ালা) তো শরীয়ত হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে প্রদান করলেন এবং উহার অন্তর্নিহিত সকল জ্ঞান ও হিকমত-তত্ত্ব দান করলেন, কিন্তু তিনি তো উক্ত বিষয়টি বুঝতে পারলেন না এবং আধুনা মোল্লাগণ বুঝতে পারলো যে আসল শরীয়ত হলো এই এবং এটাই শরীয়তের হুকুম!! হুজুর বলেন যে, বস্তুতঃ এটাই হলো হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ মানহানি। হুজুর বলেন, যদি মানহানির শাস্তি বস্তুতঃ থেকে থাকে, তাহলে উহা ঐ সকল মানহানিকারী উদ্ধত ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য, যারা তাঁকে (সাঃ) ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার দাবীদার এবং যারা শরীয়তে হস্তক্ষেপ ও খোদকারীর কাজ নিজেদের হাতে নিয়েছে এবং নিজেদেরকে খোদায়ীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। হুজুর বলেন, পাকিস্তানে বিভিন্ন ফের্কা ও সম্প্রদায়কে তারা ইহাই বলেছে যে, "আহমদীদেরকে (সুকৌশলে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমরা এই হাতিয়ারটি তৈরী করেছি; তোমাদের এতে ভয় পাওয়ার কি প্রয়োজন? আহমদীদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রু এ আইনের দ্বারা সকলের জন্য হালাল করে দিবো" হুজুর বলেন, এই দুরভিসন্ধি তারা পরস্পরে এঁটেছে, কিন্তু এ চক্রান্ত এখানেই ক্ষান্ত হবে না। বরং যতদূর এ সকল ফের্কা ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, তারা নিজেরা একে অন্যের উপর রসুল (সাঃ)-এর প্রতি অবমাননার দোষারোপ করে থাকে। (কাজেই) উক্ত কানুনের ফলশ্রুতিতে সে দেশে এত অশান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে যে একে অন্যের প্রতি রসুল (সাঃ)-এর অবমাননার দোষারোপ করে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবে এবং যে দেশে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নিয়ে চাপরাসী পর্যন্ত সকলই মিথ্যা কথা বলে, সেখানে কারও উপর মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করাটা কোন কঠিন কাজই নয়।

সত্যকার গয়রত দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যে পার্থক্য করে না ঃ

হুজুর বলেন, প্রকৃত মহব্বতের দাবীও চাহিদা হলো কোরবানী ও আত্মোত্যাগ, এবং ইহা এমন এক গয়রত সৃষ্টি করে থাকে যে, দুর্বল অথবা শক্তিশালীর পার্থক্য বাকী রাখে না। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কারো জন্য প্রকৃত মহব্বত ও গয়রত বিদ্যমান থাকে এবং তার এমন মেজাজ ও স্বভাব হয়ে থাকে যে, সে তাঁর অবমাননা বরদাস্ত করতে পারে না, তাহলে সে তখন ইহা দেখবে না যে, অবমাননাকারী শক্তিশালী, না দুর্বল। সে তো তার ফলাফল ও পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পদক্ষেপে উদ্যত হয়ে পড়বে। হুজুর বলেন, ইংল্যান্ডে এমন সব প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেগুলিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানের ভয়ংকর অবমাননা করা হয়। কিন্তু সব গয়রতওয়ালারাই, যারা কিনা দাবী করে যে, তাদের পক্ষে অবমাননা বরদাস্ত হয় না এবং ইহার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড—এ সব গয়রতের দাবীদাররা নিজেদের দেশে আরামাসে বসে থাকে। হুজুর বলেন যে, এদের মতাদর্শীরা এখানেও (ইংল্যান্ডে) মওজুদ রয়েছে; তারা আদৌ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, গয়রত ও আত্ম-মর্যাদাভিমানের দাবী সবই মিথ্যা। হুজুর বলেন, গয়রতের দাবীও আছে, আবার সেই সঙ্গে

এই শর্তটিও জড়িত যে, গয়রত তখনই দেখানো হবে যখন অপর ব্যক্তিটা নিতান্ত দুর্বল হবে এবং সে যেন চড়ুই-ছানার ন্যায় আমাদের থাবার মধ্যে এসে পড়ে। তার ঘাড় তো আমরা মটকাবো। কিন্তু শক্তিশালির মোকাবেলায় আমরা কস্বিনকালেও গয়রত দেখাবো না, এমন কি টু শব্দ টুকুও উচ্চারণ করবো না। এ কি ধরনের গয়রত?! এবং কি ধরনেরই বা অকৃত্রিম মহব্বতের দাবী?!

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর রসুল (সাঃ)-প্রেম ঃ

হুজুর বলেন, গয়রতের সত্যিকার চাহিদা ও অভিব্যক্তি তো হলো নিজেই নিজের কোরবানী দেওয়া, অন্য কাউকে কতল করা তো নয়। মহব্বতের ফলশ্রুতিতে মানুষের হৃদয় ব্যথায় জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়। যদি হৃদয় ব্যথিত না হয় তাহলে মহাব্বতের দাবী মিথ্যা। হুজুর বলেন যে, হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণের উক্ত তুলাদণ্ডে যে শানের সহিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) উত্তীর্ণ হন উহার কোন নজির আর কোথায়ও খুঁজে পাবেন না। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সামান্যতম অমর্যাদা ও মান-হানিতেও তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়তো। যত (ইসলামবিদ্বেষী) লোকের সাথে তিনি মোকাবিলা করেছেন সেগুলির বোনিয়াদী কারণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসাই ছিল। আমেরিকায় বসে আলেকজেন্ডার ডুই' যখন অমর্যাদা ও অবমাননা করলো তখন তিনি কাদিয়ানে বসে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন এবং তাকে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ দিলেন। রাত্রিকালে উঠে উঠে খোদাতায়ালার হুজুরে কান্না-কাটি করে আত্মবিলিন হলেন এবং শান্তি লাভ করতে পারলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালার গয়রতের ছুরি ডুইকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে না ছাড়লো। একে বলে মহব্বত। তারপর লেখরাম যখন অবমাননা করলো, তখনও সে সিংহ (হযরত মসীহ মওউদ) তাকে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং দোওয়ায় নিজেকে আত্মবিলিন করলেন। নিজের খঞ্জরের দ্বারা নয়, বরং নিজের গয়রতকে খোদাতায়ালার গয়রতের খঞ্জরে রূপান্তরিত করে (ঐশী নিদর্শনের দ্বারা) তার নিপাত ঘটালেন। এবং ঐ মধ্যবর্তী কালটিতে নিজে দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়ে থাকলেন। এই হলো সত্যিকার মহব্বত এবং গয়রতের অভিব্যক্তি, এবং ঐ মহব্বত ও গয়রতই হলো খোদা কর্তৃক তাঁর আদিষ্ট হওয়ার ভিত্তি।

আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা ঃ

হুজুর বলেন, ইহাই আমাদের প্রকৃতিগত স্বভাব। দুনিয়ার কোন শক্তি (নবী করীম সাঃ-এর) এই মহব্বত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না। যদি এই মহব্বতের অপরাধে রসুল-অবমাননার (মিথ্যা অপবাদের) ছুরির দ্বারা আমাদেরকে টুকরা টুকরা করা হয়, তাহলে আমি আজ সমগ্র জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, যা ইচ্ছা করে যেড়াও, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বত আমাদের হৃদয় থেকে খোঁচিয়ে উপড়াতে পায়বে না, উপড়াতে পারবে না, পারবে না। এবং আমি ইহাও বলে দিচ্ছি যে, উক্ত মহব্বত জীবনের রক্ষাকবচ এবং এই মহব্বতের অধিকারীদেরকে কখনও তোমরা দুনিয়াতে অকৃত-কার্য সাব্যস্ত করতে পারবে না। তোমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তোমাদের প্রতিটি হীন ও লাঞ্ছিত অপবাদ তোমাদের মুখের উপরই ফিরিয়ে দেয়া হবে। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বত জীবিত থাকার জন্য এবং জীবিত রাখার জন্য তৈরী হয়েছে। এর দ্বারা যে জীবন আমরা লাভ করে থাকি, এবং চিরকাল লাভ করতে থাকবো, তোমাদের কোন শক্তি নাই যে সেই জীবনের হৃদপিণ্ডের উপর ছোবল মারতে পার। খোৎবা সানিয়াতে হুজুর (আইঃ) কয়েকটি নামায-জানাযা-গায়েব সম্বন্ধে ঘোষনা করেন এবং জুমুয়ার নামাজান্তে জানাযা পড়ান। হুজুরের উক্ত খোৎবা প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট কাল স্থায়ী থাকে। ইংল্যান্ড জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসার যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত মেহমানদের কারণে বিপুল সংখ্যায় বন্ধুগণ মসজিদ ও মিশন হাউসের প্রশস্ত হল এবং বিস্তৃত মাঠে নামায আদায় করেন।

(লন্ডন থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক 'আল-নসর' ১লা আগষ্ট ৮৬ইং সংখ্যা থেকে অনুদিত)

অনুবাদ ঃ মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর-১৮)

(৪) ইহুদী/খৃষ্টধর্মের আলোকে ঃ

(ক) খৃষ্টপূর্ব ৩ের শতাব্দীতে ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মূসা (আঃ) আবির্ভূত হন। হযরত ঈসা (আঃ)—তথা যীশুর আগমন সম্বন্ধে ইহুদী ধর্ম-গ্রন্থ, Old Testament বা তৌরাতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে' সেগুলি পূর্ণ করে যথাসময়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তদানীন্তন ইহুদীগণ সমাগত যীশু, তথা হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করে নাই, বরং তাঁর উপর অত্যাচার করে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এবং তাঁর অনুসারীদের উপরও অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল। এই সকল কারণে ইহুদীগণের উপর ঐশী-শাস্তি নেমে এসেছিল। যার ফলে তারা বিগত প্রায় দু'হাজার বছর ধরে নিরাশ্রয় এবং বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করার পর বিগত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'ইস্রায়েল' নামক ইহুদী রাষ্ট্রের মাধ্যমে পুনঃএকত্রিত হয়েছে। এই ঘটনার মধ্যে তাদের জন্য একটি বিরাট শিক্ষা এই ছিল যে, প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর উপর অত্যাচার করার পরিণামে তারা দু'হাজার বছর ধরে অত্যন্ত কষ্টকর এবং লাঞ্ছিত এবং অভিশপ্ত (মগযুব) জীবন যাপন করেছে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তৌরাতের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'তালমুদ' হতে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সম্পর্কে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হলো :—

০ "মসীহের আগমনে গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা হবে"। (Every man's Talmud P 34)।

০ "তিনি শীলোহ বা রাসূল হবেন,...... তখন মানুষ তৌরাতের শিক্ষা ভুলে যাবে মসীহের রাজত্বকাল হাজার বছর স্থায়ী হবে।" (ঐ পৃঃ ৩৪৭—৩৫৬ দ্রষ্টব্য)।

০ "বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ মারা যাবেন এবং তাঁর (আধ্যাত্মিক) রাজত্ব তাহার পুত্র এবং পৌত্রের উপর বর্তাইবে।"

খ) খৃষ্টানদের 'নূতন নিয়ম' (New Testament)-এর আলোকে প্রতিশ্রুত শেষ যুগ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ প্রনিধান যোগ্য :—

০ "বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্য-পুত্রের আগমন হবে।" (মথি ২৪ : ২৭)।

০ "যে দণ্ডে তোমরা মনে করবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্য-পুত্র আসবেন।" (লুক ১২ : ৪০, মথি ২৪ : ৪৪)।

০ "সেই সময়ে তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, জাতির বিপক্ষে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দণ্ডায়মান হবে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে।

তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হবে, যেরূপ জগত সৃষ্টি অবধি কখনও হয় নাই, কখনও হবেও না।" (মথি ২৪ : ৬:—৮, ১৯, ২১)।

o "আর নূহের সময়ে যেরূপ হয়েছিল, মনুষ্য-পুত্রের সময়ও তদ্রূপ হবে। ... ... সেইরূপ লুতের সময়ে যেরূপ হয়েছিল..... মনুষ্য-পুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেদিনও তদ্রূপ হবে।" (লুক ১৭ : ২৬, ২৮, ৩০)।

o "আর তিনি (অর্থাৎ মনুষ্য-পুত্র) মহাতুরী-ধ্বনীসহ আপন দূতগণকে প্রেরণ করবেন, তাঁরা আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত, চারি বায়ু হতে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্রিত করবেন।" (মথি ২৪ : ৩১)।

o "মানুষের গায়ে ব্যাথাজনক দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি হলো.....সমুদ্রের জীবগণ মরলো...প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলো.....আকাশ হতে মানুষের উপর বড়ো বড়ো শিলা বর্ষিত হলো"। (প্রকাশিত বাক্য, ১৬ : ২, ৩, ১৮, ২১)

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রত্যেকটি বর্তমান যুগের অবস্থা এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা, ইহুদী ধর্ম গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছে, আগমনকারী হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ)-এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণ নির্বাচিত খলিফা হিসেবে এই মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের মাধ্যমে কাংখিত শান্তিপূর্ণ যুগ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রাচ্যের একটি প্রান্ত অঞ্চল হতে প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্র হিসেবে হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর জামাতের প্রচার-তৎপরতা পাশ্চাত্যের কোনে কোনে সাফল্যের সংগে এগিয়ে চলেছে এবং আহমদী প্রচারকগণ দিকে দিকে বজ্রনিনাদে ঘোষণা করে চলেছেন তাঁর শুভাগমনের বার্তা এবং বিশ্বব্যাপী অনুসৃত হয়েছে এক মহা-জাগরণের ঐশী-নিদর্শনপূর্ণ বাস্তব কর্মপন্থা। অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা, মহামারী প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্যানসার ইত্যাদি রোগের ভয়াবহতা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীকে প্রতিশ্রুত যুগ হিসেবে চিহ্নিত করছে। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে উল্লেখিত প্রতিশ্রুত যুগের চিহ্নাবলীর সংগে বর্তমান যুগের ঘটনাবলী হুবহু মিলে যাওয়ায় একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, নুতন নিয়ম (New testament-) অনুযায়ী বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের যুগ এবং তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হয়েছেন।

(৫) শিখ-মতবাদের আলোকেঃ

সত্যিকার অর্থে গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত শিখ-মতবাদ কোন নতুন ধর্ম নয়। কারণ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরে কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তনের প্রশ্নই উঠে না। তাই হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ) আল্লাহতায়ালার কাছে শিখ-ধর্ম

সম্পর্কে দোয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, গুরু নানক কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না এবং তিনি মূলত: ইসলামের সমর্থনকারী একজন কামেল বুজুর্গ ছিলেন। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, গুরু নানকের উপদেশাবলী ও বক্তৃতার সংকলন 'গ্রন্থ সাহেব' প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ করেছে, 'রোযা', যাকাত এবং মক্কায় হজ্ব পালনের কথা বর্ণনা করেছে এবং তাঁর পরিহিত 'চোলা' নামক পরিচ্ছেদে পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি আয়াত এবং কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' লিখিত রয়েছে (এই 'চোলা' স্মৃতি-চিহ্নরূপে শিখদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে)। এই সকল বিষয়ের প্রেক্ষিতে শিখদের জন্য ইসলাম গ্রহণ সহজতর হয়েছে। আরো আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এই যে, গুরু নানক স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ-যুগে একজন মহাপুরুষের আগমন হবে পাঞ্জাবের বাটালা অঞ্চলে এবং তিনি 'রেসাদ' (স্রষ্টার নৈকট্যপ্রাপ্ত) হবেন। শিখ গ্রন্থাবলীর আলোকে শেষ-যুগে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রনিধানযোগ্য :—

(ক) "প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বহু পাপ বিনাশ করতে আসবেন বলেই 'কল্কি' বলে আখ্যায়িত হবেন। তাঁর সংগে জ্ঞানরূপী তরকশ, মনোগামী অশ্ব, বহু জ্ঞান বুঝাই হাতী এবং সত্যরূপী কৃপণ থাকবে।" (গ্রন্থ সাহেব : ১০)।

(খ) গুরু নানক অনাগত ভবিষ্যতে ধর্মহীনতা এবং অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ঐশী জ্ঞান-লব্ধ বিষয়াদি জনৈক শিষ্যের নিকট বর্ণনা করতঃ বলেছেন :

"মোগলদের শাসন ১৫৭৮ থেকে ১৮৯৭ বিক্রমাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। তখন এক ব্যক্তি তাদের (মোগলদের) মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন, তিনি প্রকৃত সিদ্ধগুরুর শিষ্য হবেন। সত্য সেই বাক্য যা নানক ঘোষণা করেছেন এবং যা যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করবে।" (গুরু গ্রন্থ সাহেব, রাগ তালংগ, মোহাল্লা-১)।

(গ) "প্রহলাদ বলেছেন যে, এই মহাপুরুষ পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা অঞ্চলে এক জমিদার পরিবারে আবির্ভূত হবেন।" (ভাই বালা জনম-শাখি, পৃষ্ঠা ২৭২)।

(ঘ) "শেষ যুগে এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন মানুষ গ্রন্থকে অনুসরণ করবে না ..... তখন এক প্রকৃত গুরু আবির্ভূত হয়ে এদেরকে বিনষ্ট করবেন। এই স্বর্গীয় বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে। এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে মহান প্রভু প্রেরণ করবেন এবং তিনি 'রেশাদ' নামে অভিহিত হবেন, যার অর্থ হলো খোদার প্রিয় ও নৈকট্য প্রাপ্ত। তিনি একজন মুসলমান হবেন, এবং ঐশী-জ্ঞানে পূর্ণ হবেন। তখন একমাত্র সত্য খোদার পূজা প্রতিষ্ঠিত হবে

এবং তিনি সকল প্রকার মিথ্যা, কবর-পূজা, পীর-পূজা এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অত্যাচার হইতে করিবেন। তখন এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। খোদা মহাজ্ঞানী এবং অদৃশ্য সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত। তাই ভবিষ্যত সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু অল্প লোকই তাঁর এই মনোনীত পুরুষকে চিনিতে পারবে।" (ভাই বালা জনম-শাখী, পৃঃ ৫২৭)।

(ঙ) "যখন নিষ্কলঙ্ক অবতার প্রকাশিত হবেন, তখন সমগ্র বিশ্বে তিনি খ্যাতি লাভ করবেন এবং চন্দ্র ও সূর্য তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষনা করবে।" (গুরু গ্রন্থ সাহেব, মুহাল্লা—৭, ঝুলনা-৪)।

(চ) "এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন মানুষ খোদাকে ভুলে যাবে। অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে এবং শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হবে। পরম প্রভু খোদাকে মানুষ স্মরণ করবে না। যখনই এইরূপ সংঘটিত হবে তখন পরম করুণাময় খোদা তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণাবশতঃ এক অবতারকে প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তিনি মাহদী মীরকে প্রেরণ করবেন। যিনি শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট, পবিত্র ও বিশুদ্ধ এবং সৎ ও বলিষ্ট মনের অধিকারী হবেন। তিনি রাক্ষস বধ করবেন এবং সকলকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করবেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবেন এবং পরিণামে সকলেই তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করবে। এই ভাবে তাঁর সংস্কার কার্য সফলতা লাভ করবে। এইরূপে চব্বিশ অবতারের সংখ্যা পূর্ণ হবে।" (গুরু গোবিন্দ সিং, দশম গ্রন্থ, 'চব্বিশ অবতার' অধ্যায়—দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পাঞ্জাবের অন্তর্গত বাটালা তহশীলের অধীন কাদিয়ানের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তার পূর্বপুরুষ মোগল ছিলেন। তিনি প্রকৃত 'সিদ্ধ গুরু' তথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিষ্য হিসেবে প্রতিশ্রুত সংস্কারক হিসেবে দাবী করেছেন, তাঁর দাবীর অব্যবহিত পরে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, প্রথমাবস্থায় অল্প-সংখ্যক লোকই তাকে মেনেছে, তিনি রাক্ষস,—তথা ধর্মহীন বস্তুবাদী মতাদর্শ এবং সত্যের বিরোধী শক্তিগুলিকে যুক্তি ও ঐশী-নিদর্শনমূলক আধ্যাত্মিক অস্ত্র প্রয়োগে বধ করেছেন। ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয় আন্দোলন যুক্তি-জ্ঞান, ঐশী নিদর্শন ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা দিকে দিকে সুখ্যাতি অর্জন করে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ঃ ইহার জন্য দায়ী কে ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

অন্যান্য নানা রকম মিথ্যা অপবাদ ঃ

অন্যান্য সর্বৈব মিথ্যা যে সব অপবাদ ও ভিত্তিহীন এলজাম দেওয়া হয় সেগুলি হইল এই যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) নাউযুবিল্লাহ খোদা হওয়ার দাবী করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম-মর্যাদাসম্পন্ন এমন কি তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করেন, নবীদের অমর্যাদা করেন, খাতুনে-জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং অন্যান্য আহ্‌লে-বাইতের অবমাননা করেন এবং সকল মুসলমানকে হারামজাদা এবং বেশ্যার সন্তান বলিয়াছেন।

এই সকল এলজাম ও অপবাদের প্রথম ও শেষ জবাব তো এই যে, "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।" "লা'নাতুল্লাহে মোলাল কায়েবীন।" "লা'নাতুল্লাহে আলাল কায়েবীন (—"মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অজস্র অভিশাপ বর্ষিত হউক।")

হযরত মির্যা সাহেব খোদা হওয়ার নহে বরং খোদার আজেয বান্দা হওয়ার দাবীদার ছিলেন। এবং খৃষ্টানদের যীশু মসীহর খোদার জাত পুত্র হওয়ার মিথ্যা আকীদার বিরুদ্ধে একমাত্র তিনিই বিশ্বব্যাপী সাফল্যজনক জেহাদ জারি করার তওফীক লাভ করেন এবং আজও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত সেই জেহাদকে জারি রাখার তওফীক লাভ করিয়া চলিয়াছে। আল্লাহতায়ালা ব্যতীত প্রত্যেক খোদায়ীর দাবীদারকে হযরত মির্যা সাহেব লা'নতী (অভিশপ্ত) ও হতভাগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম ও মর্যাদা ঃ

হযরত মির্যা সাহেব হুজুর পাক মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমমর্যদাসম্পন্ন হওয়ার নহে, বরং তাঁহার কামেল গোলাম ও পরম দাস হওয়ার দাবীদার ছিলেন। তাঁহার রচিত সমগ্র কালাম (৯০ খানা গ্রন্থ) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এশ্‌ক, প্রেম ও ভালবাসায় অত্যন্ত ভরপুর এবং তাঁহার চরণে নিবেদিত ও আত্মোৎসর্গিত হওয়ার ব্যাকুল আকাংখার সত্যকার বহিঃপ্রকাশেরই স্বাক্ষর বহন করে। যেমন তিনি বলেন :

"তিনিই আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক
সকল নূরের উৎস যিনি।
তাঁরই পবিত্র নাম মোহাম্মদ,
প্রেমাস্পদ আমার তিনিই।।"
সেই নূরে আমার প্রাণ উৎসর্গিত,

আমি একমাত্র তাঁহারই হইয়া গিয়াছি. তিনিই সব, আমি কিছু নই, শেষ কথা ইহাই।

তাঁহার ঈমান ছিল এই যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ শরিয়তদাতা নবী এবং একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় রসুল।

মানবজাতির জন্য এখন তাঁহার গোলামী ছাড়া আর কোন মর্যাদা অবশিষ্ট নাই। যদি কেহ সমকক্ষতা ও সমমর্যাদা সম্পন্নতার দাবীদার হয়, তবে সে লা'নতী ও চির অভিশপ্ত। অতএব, বিরুদ্ধবাদী আলেমরা যদি এখনও এই মিথ্যা এলজাম ও অপবাদ হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালাই তাহাদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবেন। তাহাদের ব্যাপার আমরা আলেমুল গায়েব ও সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার সমীপেই সমর্পন করিতেছি।

নবীদের নির্দোষিতা, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা ঃ

হযরত মীর্যা সাহেব তো সকল নবী-রসুলকে নির্দোষ ও নিষ্পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদের সকলের সম্মান প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন জেহাদ করিয়াছেন। তাঁহার ঈমান ছিল এই যে, নবীদের অবমাননা মানুষকে অভিশপ্ত করিয়া দেয়। তিনি সকল নবীকেই পাক-পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন; কিন্তু সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলিয়া জানিতেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেই। যেমন তিনি বলিয়াছেন:

সকল নবীই পাক-পবিত্র, একে অপর হইতে উত্তম।
কিন্তু খোদার পরেই মোহাম্মদ (সাঃ) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম।

(উর্দু দুররে সমীন)

অতএব, আমাদের বিরুদ্ধবাদী উলামা এই জালেমানা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইতে নিবৃত্ত হউন। অন্তথায় খোদার শাস্তিকে ভয় করুন। যখন খোদাতায়ালার আযাব উপস্থিত হয় তখন দুনিয়ার কোন শক্তিই মানুষকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

হযরত মির্যা সাহেবের দৃষ্টিতে আহলে-বয়াত ঃ

আহ্‌লে-বয়াত ও উম্মুল-মুমেনীনগণের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উচ্চ মোকাম ও মর্যাদাকে হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্বীকার করিতেন এবং আহলে-বয়াতের

অমর্যাদাকে চরম ঘৃণ্য অপরাধ ও পাপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার ঈমান ছিল যে:—
জানও দিলাম ফিদায়ে জামালে মোহাম্মদ আস্ত। খাকাম নিসারে কুচায়ে আলে মোহাম্মদ আস্ত।"

অর্থাৎ, "আমার মন ও প্রাণ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্যে উৎসর্গিত এবং আমার ধূলার দেহ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিবার ও বংশধরেরও পথে লুণ্ঠিত।" (ফার্সী দুররে সমীন হইতে উদ্ধৃত)

তিনি আরও বলেন:

ولي مناسبة لطيفة بعلي والحسنين ولا يعلم سرها إلا رب المشرقين
والمغربين وإني أحب عليا وابناه وأعادي من عاداه۔

(سر الخلافة صـ ۳۵)

অর্থাৎ, "হযরত আলী (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ) ও হোসেন (রাঃ)-এর সহিত আমার এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এবং এ রহস্যটি একমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম সমূহের রাব্ব্ আল্লাহতায়ালাই জানেন এবং আমি আলী (রাঃ) ও তাঁহার উভয় পুত্রের প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত রাখি এবং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমিও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করি।" (সিররুল খিলাফৎ, পৃঃ ৩৫)

অতএব, বিরুদ্ধবাদী উলামার নিকট আমরা নিবেদন জানাই যে, এই জালেমানা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইতে নিবৃত্ত হউন। অন্যথায় জানিয়া রাখুন যে, আল্লাহতায়ালা মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদিগকে কখনও পছন্দ করেন না এবং যখন তিনি কাহাকেও শাস্তি দানের ফয়সালা গ্রহণ করেন তখন কেহই তাহাকে তাঁহার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ এবং ইস্রাইলের এজেন্ট:

এই এলজামও দেওয়া হয় যে, আহমদী জামাত ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ। আবার কখনও এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, ইহারা ইসাইলের এজেন্ট। আমাদের পক্ষ হইতে ইহার জওয়াব এই যে, 'আলেমুল-গায়েব ওয়াশ-শাহাদাহ' (—দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত) খোদাতায়ালাই সাক্ষী যে, এগুলি নির্জলা মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ঘৃণ্য অপবাদ বই আর কিছুই নয়। জামাতে আহমদীয়া, নাঊযুবিল্লাহ, ইস্রাইলেরও এজেন্ট

নয় এবং ইংরাজদেরও রোপিত বৃক্ষ নয়। বরং এই জামাতটি হইল ইসলামের উদ্যানকে সবুজ ও সজীব করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ। যদি আমরা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা নিজ মুখে ঘোষণা করিতেছি যে, "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" অর্থাৎ "মিথ্যাবাদীদের উপর লা'নত পতিত হউক।"

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীগণও কি আমাদের মত আল্লাহতায়ালার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহারা যদি মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী হইয়া থাকেন তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদের উপর লা'নত ও আযাব অবতীর্ণ করেন এবং তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য করেন?

মক্কা মুয়ায্‌যমার পরিবর্তে কাদিয়ানে হজ্জ?

ইহাও বলা হয় যে, আমাদের হজ্জ মক্কা মুয়ায্‌যমায় নয় বরং কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জানিনা ইঁহারা মিথ্যা কথা কেন বলেন? এত অসংযত-মুখ কি করিয়া হইলেন? আমাদের হজ্জ মক্কায় না হইয়া যদি কাদিয়ানেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাদিয়ানে হজ্জব্রত পালনে আমাদিগকে বাঁধা দিন। তাহাদের মতে আমরা যখন মক্কায় হজ্জ পালনে বিশ্বাসী নই তখন তাহারা আবার জোরপূর্বক আমাদিগকে মক্কায় হজ্জ পালনে কেন বাধা দেন? উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে খোলাখুলি ভাবে তাহারা এতই নির্জলা মিথ্যা কথা বলিতেছেন যেন তাহাদের লজ্জায় কোন বালাই নাই। পৃথিবী তথা মানুষদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন যে, অমুক বৎসর তিনি কাদিয়ানে আহমদীদিগকে হজ্জব্রত পালন করিতে দেখিয়াছিলেন?? সমগ্র পৃথিবীর দেওবন্দী, (আহলে হাদীস পন্থী), আহরারী (খতমে-নবুয়ত-মজলিস অনুসারী) এবং মৌদুদী পন্থী (জামাত ইসলামী) উলামাকে আমরা চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছি যে, তাঁহারা প্রমাণ করুন যে, আহমদীরা কাদিয়ানে কখনও হজ্জব্রত পালন করিয়াছে। চলুন, এ কথার উপরই ফয়সালা হইয়া যাক— তাঁহারা কঠোর আযাবের জন্য দোওয়ার সহিত আল্লাহর নামে শপথ করিয়া ইহা ঘোষণা করিয়া দিন যে "আহমদীরা মক্কা মুয়ায্‌যমার পরিবর্তে কাদিয়ানে হজ্জ পালন করিয়া থাকে। এই দাবীতে তাহারা যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে যেন আল্লাহতায়ালার হাজারো লা'নত তাঁহাদের উপরে পতিত হয় এবং ইহকাল ও পরকালে তাঁহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন।" তাহাদের মধ্যে কে আছেন যিনি অনুরূপ কসম খাওয়ার দুঃসাহস রাখেন? (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: আব্দুল সাদেক মাহমুদ

সংবাদ ঃ

দৈনিক জংগ (লণ্ডন) ৩১শে জুলাই ১৯৮৬ইং—

লণ্ডনে আহমদী নেতাদের সাংবাদিক সম্মেলন

লন্ডন (দৈনিক জংগ প্রতিনিধি)ঃ—আহমদী নেতারা বলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ যে, আহমদীরা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর স্থলবর্তী নেতারা আহমদীয়া জামাতের বহির্ভূত মুসলমানদেরকে কখনও অমুসলিম বলে সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেন যে, আহমদীরা জামাতের প্রতিষ্ঠাতাও কখনও মুসলমানদেরকে অমুসলিম বলেন নাই এবং তাঁর খলিফারাও কখনও বলেন নাই। বরং (উগ্রপন্থী আলেম সমাজ ও তাদের মতাদর্শী) মুসলমানরাই পাকিস্তানে আহমদীদেরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করে নিজেদের কবরস্থানে আহমদীদের কবর দেওয়া এবং নিজেদের মসজিদে নামাজ আদায় নিষিদ্ধ করে দেয়। এই নেতারা আহমদীয়া জামাতের তিন দিন স্থায়ী বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্তির পর বুধবার পিকাডিলি লন্ডনের একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনটিতে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকার আহমদীয়া জামাতের জাতীয় প্রেসিডেন্ট। তিনি ছাড়াও মিশরের আহমদী নেতা মোস্তফা সাবেত এবং ঘানার আবদুল ওহাব আদমও ভাষণ দান করেন এবং ৪৩টি দেশের আহমদী প্রতিনিধির দস্তখতযুক্ত একটি বিবৃতি জারী করা হয়; যার মধ্যে পাকিস্তানের জিয়াউল হক সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয় যে, পাকিস্তানে কাদিয়ানী (আহমদী) দের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেকের যে অভিযান চালানো হয়েছে—উহা এখন পাকিস্তানের বাহিরেও ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলির নিকট আবেদন জানিয়েছেন যে, তারা যেন সুযোগ্য অস্ত্রপচারকারীর ভূমিকা গ্রহণ পূর্বক এই ক্যান্সারটিকে বিস্তার লাভের পূর্বেই অস্ত্রপচারে মূলোৎপাটন করে দেন, এবং নিজেদের সরকার ও জনমতকে আহমদীদের উপর পরিচালিত জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করেন। তাঁরা বলেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদের মৌলিক অধিকার সমূহ হরণ করা দ্বারা বিশ্ব-শান্তি ও সংহতিকে সংকটাপন্ন করে তোলা হচ্ছে। ...তারা দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানকে সমতুল্য সাব্যস্ত করে বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন বর্ণবাদের কারণে হিংসাত্মক স্বতন্ত্রমূলক ব্যবহার বজায় রাখা হচ্ছে, তেমনি পাকিস্তানে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকীদার কারণে হিংসাত্মক সন্ত্রাসমূলক নৃশংস ব্যবহার চালানো হচ্ছে। তাঁরা পাকিস্তানে নামুসে রসুলে'র সংরক্ষণের নামে প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের উপর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, এর দ্বারা শুধু আহমদীদেরকেই মিথ্যা অভিযোগে অন্যায় ভাবে শাস্তি দেয়ার পাঁয়তারা করা হচ্ছে না বরং এর মাধ্যমে খৃষ্টানদেরকেও রসুলে করীম সাঃ-এর সম্মানহানির নামে শাস্তি দেয়া সম্ভব হবে।... ...

তিনি প্রশ্ন করেন যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে কে মুসলমান, কে মুসলমান নয় এই ঘোষনার অধিকার কে দিয়েছিল? তেমনিভাবে কোন পার্লামেন্ট বা সংসদও মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ফয়সালা দান করার আদৌ কোন অধিকার রাখে না। বৃটিশ পার্লামেন্ট ক্যাথলিক অথবা ম্যাথোডিস্টরা খৃষ্টান নয় বলে আইন প্রণয়নের কোন অধিকার রাখে না। তিনি বলেন, পাকিস্তান ইসলামের উদ্দেশ্যে কায়েম হয়েছে এবং ইহার কানুন শরীয়ত সম্মত হওয়া উচিত এবং শরীয়ত এই বলে যে, খোদাতায়ালার শরীয়তের নাফরমানী করে কারও (শরীয়তবিরোধী) আদেশ যেন মান্য করা না হয় এবং হুজুর পাক (সাঃ) মুসলমানের সংজ্ঞা দান করেছেন এই যে, সে যেন কেবলা মুখী হয়ে নামায আদায় করে এবং হালাল ভাবে (জবেহকৃত জীবের মাংস) খায় (মুসলিম শরীফ—অনুবাদক)। অতএব, এই সংজ্ঞাকে ছেড়ে আমরা এসেম্বলীর পেশকৃত সংজ্ঞা কিরূপে মেনে নিতে পারি? তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের

তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, শতকরা নব্বই জন মুসলমানের দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছেন। তিনি বলেন, আহমদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে অমুসলিম বলে মনে করার দোষারোপ তারাই করে থাকে, যারা কিনা আহমদীয়া মতবাদ ও আন্দোলন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এই পর্যায়ে (একটি প্রশ্নের উত্তরে—অনুবাদক) আহমদীয়া জামাতের প্রেস সেক্রেটারী রশীদ চৌধুরী একটি ইংরেজী পত্রিকায় জলসার সময়ে প্রকাশিত নিজের একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানে এপর্যন্ত ১৫ জন আহমদীকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মাত্র দু'জন সম্বন্ধে এ সন্দেহ আছে যে, তাদেরকে তাদের আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাসের কারণে বা অন্য কোন কারণে হত্যা করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা পাঁচশতের উর্ধে।

মুজাফফার আহমদ জাফর জানান যে, পাকিস্তানের বাহিরে চারজন আহমদীকে হত্যা করা হয়েছে। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, আমরা হলাম অরাজ-নৈতিক একটি ধর্মীয় জামাত এবং আমরা পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করবো শুধুমাত্র নিজেদের দোওয়া এবং মহব্বতের পয়গাম প্রচারের দ্বারা। কনফারেন্সে শামিল একজন বিদেশী মহিলা সালমা মোবারেকা বলেন যে, আমাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমাদের মতে প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব ঘটে গেছে। অন্যেরা তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষমান আছেন। এর পূর্বে ৪৩ জনের স্বাক্ষরে জারীকৃত ৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত বিবৃতি পাঠ করতে গিয়ে মিঃ মোজাফফার আহমদ জাফর বলেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদের উপর যে সব অত্যাচার চলছে তাতে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিশ্বসংস্থা এ্যামনেষ্টি, ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার কমিটি, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল জিউরিষ্ট কমিশন ইত্যাদিও উদ্বেগ প্রকাশ করে পাকিস্তান সরকারের নিকট আহমদী বিরোধী অর্ডিনেন্সটি প্রত্যাহার দাবী সহ যাবতীয় অত্যাচারের নিন্দা করেছে। বিবৃতিটিতে আহমদী বিরোধী অর্ডিনেন্স বাতিলের দাবী জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের হিংসাত্মক কার্যাদি ও অত্যাচার-যজ্ঞ বন্ধ করার এবং আহমদীদেরকে তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী যাবতীয় ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানান হয়েছে। বিবৃতিটিতে সামরিক আদালতের দেয়া দণ্ডাদেশ গুলির উপর সিভিল আদালতে পুনর্বিবেচনা করার এবং সকল নাগরিকদেরকে সমানভাবে মৌল অধিকার দানের জন্যও জানানো হয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকের তীব্র সমালোচনার পর প্রধান মন্ত্রী জোনেজোরও কড়া সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন বক্তৃতার উদ্ধৃতিও দেয়া হয়েছে—যেগুলিতে তারা কাদিয়ানিয়াতের মূলোৎপাটনের ঘোষণা করেছিলেন। অতঃপর কনফারেন্সের ব্যবস্থাপকগণ জানান যে, ইংল্যাণ্ডে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আহমদীয়া বার্ষিক জলসায় প্রায় সাত হাজার ব্যক্তি যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে দুই হাজারের উর্ধে পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক "জং গ"—৩১শে জুলাই ৮৬ ইং)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

ওহিও এর কংগ্রেস সদস্য অনারেবল টনি পি, হল কর্তৃক সে দেশের গণপরিষদে পাকিস্তানের আহমদী মুসলমানের উপর সরকারী নির্যাতনের বিষয়ে নির্বাচিত সদস্য-পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

For the benefit of my colleagues, the full text of the resolution follows:

H. CON. RES—

Concurrent resolution expressing the sense of the congress with respect to repression by the Government of Pakistan of individuals Known as Ahmadis.

Whereas Ahmadis are individuals who profess their religion to be Islam but have certain distinctive religious beliefs (as do other sects of Islam):

Whereas the Government of Pakistan and some of the people of Pakistan are discriminating against Ahmadis because of the religious beliefs of the Ahmadis:

Whereas there are approximately 3 500,000 Ahmadis living in Pakistan;

Whereas Pakistan is obligated under the United Nations Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Declaration of Human Rights and the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or belief:

Whereas Article 20 of the Constitution of Pakistan provides that every citizen and religious sect has the right to practice and propagate religions and to establish religious institutions:

Whereas in April 1984, the Government of Pakistan establish Ordinance XX by presidential decree:

Whereas, notwithstanding the Constitution of Pakistan, Ordinance XX provides that any Ahmadi may lose the right to his or her property, be fined and be imprisoned for 3 years if the Ahmadi involved publicly suggests that Ahmadis are Muslims:

Whereas in a message to the International Khatm-E-Nabuwat Conference (an International meeting of Muslims) in London August 1985, President Mohammad Zia-ul-Haq of Pakistan stated that the Government of Pakistan has taken several emphatic measures in recent years to prevent Ahmadis from practicing the Islamic faith and that the Government of Pakistan will exterminate the Ahmadi faith:

Whereas the imposition of death sentences and lengthy prison terms on Ahmadis, including civilians by special military courts in Pakistan in certain cases indicates that religious persecution may be a factor in the decision of courts in Pakistan:

Whereas trying civilians in military courts is a violation of internationally recognized legal principles:

Whereas hundreds of Ahmadis have been arrested for wearing Muslim religious insignia:

Whereas Ahmadis have been discriminated against with respect to admissions to educational institutions and the civil and armed services of Pakistan;

Whereas the Government of Pakistan has encouraged the people of Pakistan to commit acts of persecution against Ahmadis, including murder, attacks on mosques used by Ahmadis, and defacement of religious property:

Whereas Ahmadis have fled Pakistan and have sought political asylum in other countries beacuse of religious persecution:

Whereas 2 organizations in the United States, the Lawyers Committee for Human Rights and the

Human rights Advocates, have determined that Ahmadis are being subjected to systematic and extensive discrimination on the basis of religious belief ; and

Whereas, in August 1985, the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and protection of Minorities of the United Nations Commission on Human Rights determined in resolution numbered 1985-21 that Ordinance XX violates the right of religious minorities to profess and practice their own religion, and called on the Government of Pakistan to repeal Ordinance XX: Now, therefore, be it

Resolved by the House of Representatives (Senate concurring), That it is the sense of the Congress that the Government of Pakistan should—

(1) repeal Ordinance XX:

(2) cease persecution of, and discrimination against, Ahmadis;

(3) provide that any trial of civilians by military courts be reviewed by civilian courts ; and

(4) restore all internationally recognized human rights to all of the people of Pakistan.

SEC. 2. The Clerk of the House of Representatives shall transmit a copy of this resolution to the President with the request that such copy be transmitted to the Government of Pakistan.

(Congressional Record July 17, 1989 Vol. 132 No. 93)

Pakistanis attack new law

CHRISTIAN Pakistanis in Britain have attacked new legislation in Pakistan which makes it a capital offence to insult the prophet Mohammad.

Mr George Felix, President of the Pakistan United Christian Organisation (UK) said that religious fanatics in Pakistan would use the new law as a weapon against those who opposed them.

"This bill insults Pakistanis of all religions and beliefs because 'insults are the child of an irrational mind," declared Mr. Felix, a Catholic. 'All religious groups hold the prophet Mohammad in high esteem".

At an emergency meeting in manchester he accused General Zia's Government of trying to distract attention from the real issues facing Pakistan and to boost the Government s popularity in the face of threats from Miss Benazir Bhutto's Pakistan People's Party.

(The Universe Weekly London,—18 July, 1986)

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ
একাদশতম ঢাকা বিভাগীয় বার্ষিক ইজতেমা—১৯৮৬

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে গত ৩০শে আগষ্ট, রোজ শনিবার বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর ঢাকা বিভাগীয় ১১তম বার্ষিক ইজতেমা ৪নং বকশী বাজার দারুত তবলীগে বিশেষ কামিয়াবীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা সহ তেজগাঁ, মীরপুর, নাঃ গঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ হইতে বহু লাজনা এমাউল্লাহ ও নাসেরাতের সদস্যাগণ এতে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া জেরে তবলীগে আছেন এমন মেহমান সহ কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের লাজনা এমাউল্লাহর সদস্যাগণও এতে যোগদান করেন। প্রায় ৩০০ জন লাজনা ও নাসেরাতের সদস্যা ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন।

ঐ দিন সকাল ৯ঘটিকা হইতে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত দুইটি অধিবেশনে ইজতেমার কার্যক্রম চলে। প্রথম অধিবেশন সকাল ৯টা হইতে বিকাল ১টা পর্যন্ত চলার পর নামায ও খাওয়ার জন্য ১ঘন্টা বিরতী থাকে। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় যথাবিহিত বেলা ২টা হইতে।

প্রথম অধিবেশন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম জনাব ভিজির আলী সাহেব, নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া। এর পর তিনি ইজতেমায়ী দোয়া করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতারামা সদর সাহেবা, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ। হাদিস ও মালফুজাত পাঠের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তালিমী বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি হইল—হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এঁর জীবনাদর্শ, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ, বর্তমান খলিফা রাবে (আইঃ)-এর খোৎবা ও তাহরীক সম্পর্কে লাজনা এমাউল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামের আরকান ও আহকামের উপরে পাবন্দি; ইসলামে নারীর পর্দা, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ইসলামিক দৃষ্টিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি স্থাপনের উপায় ও তরবিয়তে আওলাদ। তালিমী বক্তৃতার পর ছোট নাসেরাতদের ২টি গ্রুপের মৌখিক পরীক্ষা (ধর্মীয় পুস্তকের) অনুষ্ঠিত হয়। এই মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত পুস্তক ছিল—'রাহে ইমান'। এছাড়া ধর্মীয় পুস্তকের উপরে লিখিত পরীক্ষা লাজনা এমাউল্লাহ ও নাসেরাতের বড় ও মধ্যম গ্রুপের পূর্বেই নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক বিভাগীয় সংগঠনগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তকগুলি ছিল নিম্নরূপ:

লাজনা এমাউল্লাহ—হায়াতে তাহেরা ও আদর্শ জননী
নাসেরাত ৪র্থ স্তর (৯ম ও ১০ম শ্রেণী) ধর্মের নামে রক্তপাত
" ৩য় স্তর (৭ম ও ৮ম শ্রেণী) ইসলামী এবাদত ২য় খন্ড
" ২য় স্তর (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী) ইসলামী এবাদত ১ম খন্ড

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। এ অধিবেশনে লাজনা এমাউল্লাহ ও নাসেরাতের নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়:

১। তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতা:
লাজনা এমাউল্লাহ—বিষয়:- সূরা 'আলফুরকানের' শেষ রুকু। নাসেরাত ৩য় স্তর (৭ম ও ৮ম শ্রেণী) বিষয়:- সূরা 'আলাক' নাসেরাত ১ম স্তর গ্রুপ 'ক' (১ম ও ২য় শ্রেণী) বিষয় 'সূরা নাস'।

২। নযম প্রতিযোগিতা:
নাসেরাত ২য় স্তর (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী) 'একদা একদিন পেশ হোসাতু খোদাকে সামনে।'
নাসেরাত ১ম স্তর গ্রুপ 'খ' (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) 'কুরআন সবছে আচ্ছা কুরআন সবছে পেয়ারা'।

৩। বক্তৃতা প্রতিযোগিতা:
নাসেরাত ৪র্থ স্তর (৯ম ও ১০ম শ্রেণী) বিষয়:- (ক) কুরআন করীমের সৌন্দর্য (খ) নামাযের গুরুত্ব (গ) সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)।

৪। ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতা:

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়িনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন সভানেত্রী মিসেস মাসুদা সামাদ সাহেবা, সদর বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ। এর পর তিনি সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং দোয়া করানোর পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দুররে সামীন হইতে

(আয় আসি-রে আকলে খোদ)

১। ওহে আপন বুদ্ধি-বন্দী—আর করোনা 'আপন' নিয়ে
অধিক অহঙ্কার—
তোমার মত এই আকাশ তলে আসছে বহু অভিমানি
নিঃশব্দে হয়েছে ও পার।

২। অপর যারা অহমিকায় ...নাই তাহাদের, খোদার দ্বারে,
প্রবেশ অধিকার
আসছে যারা আকাশ হতে...আনবে খোদার 'আরশ' হতে
রহস্যের সম্ভার।

৩। আপনি আপনিই কোরান-তত্ত্ব—উদ্ধারিবে বুদ্ধি বলে
অদ্ভুত এ কল্পনা!
আনবে যদি আনবে তারা,—মৃত প্রসাদ (মাজার দ্বারে)
মড়ক ভোজন খানা!!

—চৌধুরী আবদুল মতিন

নব ইতিহাস

লণ্ডনে কায়েম হল
ইসলামাবাদ
দুনিয়াতে হবে ফের
শান্তির অবাদ।
আহমদী কভু নয়
কাণ্ডারী হীন,
তিমির পেরিয়ে তাই
আসবে সুদিন।
রাশেদ খলীফা করেন
লণ্ডনে বাস,
জগতে লেখা রবে
নব ইতিহাস
একদিন প্রশংসায়
হবে মশগুল,
লাখো লাখো ভুট্টো
আর জিয়াউল

—মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়াদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar